NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

২ মিড ডে মিলে ‘অনীহা’ বাংলার পড়ুয়াদের, রিপোর্ট তলব কেন্দ্রের

‘গ্রেটার বাংলাদেশ মডেলে’ পরিচালিত তৃণমূল সরকার, তোপ সুকান্তর ২

কলকাতা ৮ জুন ২০২৫ ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩৫৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 08.06.2025, Vol.18, Issue No. 356, 8 Pages, Price 3.00

পাঁচ হাজার অতিক্রম করোনার

খানিক স্বস্তি রাজ্যে

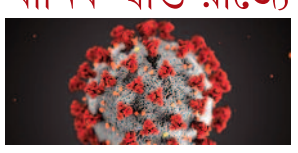

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশজুড়ে ফের উদ্বেগ বাড়াচ্ছে করোনা সংক্রমণ। তবে এখনও খানিকটা নিয়ন্ত্রণে পশ্চিমবঙ্গ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, এই মুহূর্তে দেশে মোট সক্রিয় কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা ৫৭৫৫। এর মধ্যে বাংলায় আক্রান্ত ৬২২ জন। আক্রান্তের নিরিখে পঞ্চম স্থানে রয়েছে রাজ্য।

গত ২৪ ঘণ্টায় বাংলায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ২৬ জন। তবে একই সময়ের মধ্যে ৮৮ জন সুস্থও হয়েছেন। রাজ্যে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৬২২ হলেও, বিশেষজ্ঞদের মতে আতঙ্ক নয়, বরং প্রয়োজন সাবধানতা।

হাসপাতালগুলোতে কোভিড মোকাবিলায় নেওয়া হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। বাইপাস সংলগ্ন এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে সাত মাসের এক কোভিড আক্রান্ত শিশু। নিউ আলিপুরেও কোভিড পজিটিভ দশ বছরের এক শিশু চিকিৎসাধীন। তবে পরিস্থিতির উপরে কড়া নজর রাখছে স্বাস্থ্য ভবন। চিকিৎসক মহলের দাবি, এর আগেও কোভিড ছিল, এখন তার রূপ বদলেছে। এখন ওমিক্রনের একটি ভ্যারিয়েন্ট দেখা যাচ্ছে, যাতে সংক্রমণ দ্রুত ছড়ালেও মৃত্যুর আশঙ্কা কম। কোভিড বিষয়ে যেকোনও উপসর্গ দেখা দিলেই টেস্ট এবং প্রয়োজনে জিনোম সিকোয়েন্সিং করা হচ্ছে। মাস্ক ব্যবহারে শুধু কোভিড নয়, বায়ুদূষণ থেকেও সুরক্ষা পাওয়া যায়। তাই আতঙ্কিত না হয়ে মাস্ক, হাত ধোওয়া ও পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করা অতি আবশ্যক।

এদিকে, দেশজুড়ে সংক্রমণের গতি বাড়ছে। শেষ ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে দেশে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৯১ জন। সংক্রমণের নিরিখে শীর্ষে কেরল, যেখানে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১৮০৬। গত ২৪ ঘণ্টায় কেরলে সংক্রমিত ১২৭ জন। দ্বিতীয় স্থানে গুজরাত (৭১৭ জন), এরপর দিল্লি (৬৬৫ জন) ও মহারাষ্ট্র (৫৭৭ জন)। গত এক দিনে গুজরাতে ১০২ জন, দিল্লিতে ৭৩ জন এবং মহারাষ্ট্রে ২৯ জন সংক্রমিত হয়েছেন।

তবে সুস্থতার সংখ্যাও যথেষ্ট ইতিবাচক। দেশে মোট ৫৪৮৪ জন কোভিড সংক্রমণ থেকে সুস্থ হয়েছেন, যার মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৭৬০ জন।

রথযাত্রায় বিধি-নিষেধ

■ **বর্তমানে ওডিশায় সক্রিয় কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা ৩০। এই পরিস্থিতিতে পুরীর রথযাত্রায় একাধিক বিধিনিষেধ চালু করতে চলেছে ওডিশা সরকার। তিনি বলেন, ‘প্রতিদিন গড়ে পাঁচ থেকে সাত জন নতুন করে করোনা আক্রান্ত হচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের জন্য বেশকিছু নির্দেশিকা জারি করা হতে পারে। এই নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।’**

কেদারনাথ যাওয়ার পথে মাঝআকাশে যান্ত্রিক ত্রুটি। যার জেরে ব্যস্ত সড়কে জরুরি অবতরণ করতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি হেলিকপ্টার। অবতরণের সময় একটি গাড়ির ওপর আছড়ে পড়ে কপ্টারটি। গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও কপালজোরে রক্ষা পেয়েছেন কপ্টারে থাকা পুণ্যার্থীরা।

মোদীর দশকে হ্রাস পেয়েছে দারিদ্র, শংসা বিশ্বব্যাঙ্কের

গরিবি কমেছে ২৭ কোটি

নয়াদিল্লি, ৭ জুন: ২০৪৭ সালের মধ্যে ‘বিকশিত ভারত’-র লক্ষ্যে এগোচ্ছে কেন্দ্র। করোনা অতিমারির অভিঘাত কাটিয়ে দারিদ্র দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে ভারত। মোদী সরকারের ১১ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১০ ও ১১ জুন দেশজুড়ে নানা কর্মসূচি নিয়েছে বিজেপি। এরই মধ্যে মোদী সরকারের মুকুটে সাফল্যের নয়া পালক যোগ হল। বিশ্বব্যাঙ্ক জানাল, ভারতে চরম দারিদ্রের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। দারিদ্র দূরীকরণে মোদী সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির জেরেই তা সম্ভব হয়েছে বলে দাবি বিজেপির।

বিশ্বব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক রিপোর্ট জানাচ্ছে, সামগ্রিক ভাবেও গত এক দশকে ভারতে ‘চরম দারিদ্র’ উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে। ২০১১-১২ সালে যেখানে চরম দারিদ্রের হার ছিল ২৭.১ শতাংশ, ২০২২-২৩ সালে তা কমে ৫.৩ শতাংশ হয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্কের তথ্য বলছে, ওই এক দশকে প্রায় ২৭ কোটি মানুষকে চরম দারিদ্র থেকে মুক্ত করেছে ভারত। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নিরিখে এটি ‘উল্লেখযোগ্য সাফল্য’ বলে রিপোর্টে বলা হয়েছে। ঘটনাচক্রে, ২০২০ সালের করোনা পর্বে ভারতে অন্তত ৫.৬ কোটি মানুষ নতুন করে দারিদ্রসীমার নীচে চলে গিয়েছিলেন বলে ২০২২ সালে বিশ্বব্যাঙ্কের ‘পভার্টি অ্যান্ড শেয়ার্ড প্রসপারিটি’ শীর্ষক রিপোর্টে বলা হয়েছিল।

সাম্প্রতিক রিপোর্টে স্পষ্ট, অতিমারি পর্বের সেই ধাক্কা সামলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জমানায় অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচি। ২০১১-১২ সালে ভারতে ‘চরম দরিদ্র’ জনসংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে ৩৪ কোটি। ২০২২-২৩ সালে তা নেমে এসেছে সাড়ে সাত কোটিতে। এমনকি ওই রিপোর্ট জানাচ্ছে, ২০১১-২৩ সালের মধ্যে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দারিদ্রও ৫৭.৭ শতাংশ থেকে কমে ২৩.৯ শতাংশে এ দাঁড়িয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্ক দারিদ্রের সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে আগে দৈনিক ২.১৫ ডলার (প্রায় ১৮৪ টাকা) খরচের ক্ষমতাসীমা মেনে চলত। ২০২১ সালে তা বাড়িয়ে ৩ ডলার (প্রায় ২৫৭ টাকা) করা হয়। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে তার পরেও ভারতে কমেছে দরিদ্রের সংখ্যা।

রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, ২০১১-১২ সালে উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ- এই পাঁচ রাজ্যের মানুষই মোট দরিদ্রের ৬৫ শতাংশ ছিলেন। ২০২২-২৩ সালে তা দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস পেয়েছে। দেখা যাচ্ছে, গ্রামে দারিদ্ররেখার নীচে যেখানে আগে ছিল ১৮.৪ শতাংশ, তা এখন ২.৮ শতাংশ। সেখানে গত ১১ বছরে শহরের দারিদ্রসীমার নীচে থাকা মানুষের শতকরা হার ১০.৭ শতাংশ থেকে নেমে মাত্র ১.১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ’-র কথা প্রায়ই শোনা যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখে। দারিদ্র দূরীকরণে নানা প্রকল্প শুরু করে মোদী সরকার। পিএম আবাস যোজনা, পিএম উজ্জ্বলা যোজনা, জনধন যোজনা, আয়ুষ্মান ভারতের মতো নানা প্রকল্প শুরু করেছে। বিভিন্ন প্রকল্পে সরাসরি সাধারণ মানুষের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো হচ্ছে।

বিজেপির দাবি, কেন্দ্রের এইসব প্রকল্পের ফলে দেশে চরম দারিদ্রের হার একধাক্কায় এতটা কমেছে।

- ২০১১-১২ সালে ভারতে ‘চরম দরিদ্র’ ছিল প্রায় সাড়ে ৩৪ কোটি।
- ২০২২-২৩ সালে তা নেমে এসেছে সাড়ে সাত কোটিতে।
- গ্রামে দারিদ্ররেখার নীচে যেখানে আগে ছিল ১৮.৪ শতাংশ, তা এখন ২.৮ শতাংশ।
- ১১ বছরে শহরের দারিদ্রসীমার নীচে থাকা মানুষের হার ১০.৭ শতাংশ থেকে নেমে মাত্র ১.১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

‘জঘন্য’ গোষ্ঠী সরান, মার্কিন বার্তা পাককে

ওয়াশিংটন, ৭ জুন: অপারেশন সিঁদুর ও সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় ভারতের পদক্ষেপের কথা যখন বিশ্বের দেশগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনছে। ভারতের পদক্ষেপকে সমর্থন করছে। তখন বিশ্বের দরবারে প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে মুখ পুড়ছে পাকিস্তানের। ভারতের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে এবার আমেরিকার কাছে সন্ত্রাসবাদ নিয়ে পাকিস্তানকে কড়া বার্তা শুনতে হল। পাকিস্তানে সক্রিয় সন্ত্রাসবাদী সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের জন্য পাকিস্তানের প্রতিনিধি দলকে বার্তা দিলেন মার্কিন কংগ্রেসের সদস্য ব্র্যাড শেরম্যান। ‘জঘন্য’ এই জঙ্গি সংগঠনকে নির্মূল করতে সবরকম পদক্ষেপের কথা বলেন তিনি। একইসঙ্গে পাকিস্তানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পাক প্রতিনিধি দলকে বার্তা দিয়েছেন মার্কিন কংগ্রেসের এই সদস্য।

সন্ত্রাসবাদ নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতে কয়েকটি দেশে প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছে পাকিস্তান। যখন শশী থারুরের নেতৃত্বে ভারতের প্রতিনিধি দল ওয়াশিংটনে রয়েছেন, প্রায় একই সময় পাকিস্তানের প্রতিনিধি দলও আমেরিকায় পৌঁছয়। বিলাবল ভুট্টো জারদারির নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানের প্রতিনিধি দল বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটনে ব্র্যাড শেরম্যানের সঙ্গে বৈঠক করেন। আর সেই বৈঠকেই মুখ পোড়ে পাকিস্তানের।

অপরদিকে, পহেলগাঁও হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে ও সন্ত্রাস দমনে ভারতের পাশে থাকার বার্তা ব্রিকস সংসদীয় ফোরামের। যে ফোরামের অন্যতম সদস্য আন্তর্জাতিক আঙিনায় ‘পাকিস্তানের বন্ধু’ বলে পরিচিত চিনও। এক যৌথ বিবৃতি দিয়ে সন্ত্রাস দমনে ভারতের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে ফোরামের সদস্য সমস্ত দেশ। যার মধ্যে রয়েছে ইরানও! এর ফলে কূটনৈতিক মহলে পাকিস্তানের উপরে চাপ যে আরও বাড়ল, তা বলাই যায়।

ব্রাজিলের ব্রাসিলিয়ায় অনুষ্ঠিত ১১ তম ব্রিকস পার্লামেন্টারিতে অংশ নিয়েছে ভারত, ব্রাজিল, রাশিয়া, চিন, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইরান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, মিশর, ইথিওপিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া। সেই অনুষ্ঠানেই লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সভাপতিত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই পহেলগাঁও হামলার প্রতিবাদ জানানো হয়। পাশাপাশি একটি যৌথ বিবৃতি দিয়ে সন্ত্রাস দমনে ভারতের পাশে থাকার বার্তা দেয় চিন, ইরান-সহ বাকি দেশগুলি।

সন্ত্রাস রুখতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে গোয়েন্দা তথ্য ভাগাভাগি, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার-সহ একাধিক প্রস্তাব দেন ওম বিড়লা। ৫ জুন শেষ হওয়া দু’দিনের ব্রিকস সংসদীয় ফোরামে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা, বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এদিকে ১২ তম ব্রিকস সংসদীয় ফোরামের জন্য ওম বিড়লাকে সভাপতি নির্বাচন করা হয়েছে। অর্থাৎ ২০২৬ সালে ১২ তম ব্রিকস সংসদীয় ফোরামের আসর বসবে ভারতে।

হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ ধৃত কর্তার

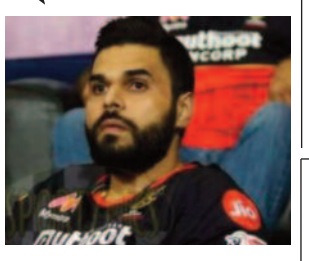

বেঙ্গালুরু, ৭ জুন: কর্নাটকে পদপিষ্ট হয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের মৃত্যুর ঘটনার তদন্তভার নিল সিআইডি। সর্বভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করতে শনিবার সকালে তদন্তকারীরা কর্নাটক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পৌঁছে যান। সেখানে কয়েকজন কর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় বলেও খবর।

পাশে কিরণ

■ **চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ১১ জনের মৃত্যুর ঘটনায় নিলম্বিত করা হয়েছে বেঙ্গালুরুর পুলিশ কমিশনার বি দয়ানন্দকে। এই পুলিশ আধিকারিকের সমর্থনে মুখ খুলেছেন অবসরপ্রাপ্ত বহু আইপিএস। এ বার কর্নাটক সরকারের পদক্ষেপের সমালোচনা করলেন আর এক প্রাক্তন আইপিএস কিরণ বেদী। তাঁর বক্তব্য, সরকারের এই ধরনের সিদ্ধান্ত পুলিশের মনোবলকে ধাক্কা দেয়। প্রত্যেক দুর্ঘটনার পৃথক পৃথক প্রকৃতি রয়েছে। কমিশনার কি একা কাজ করছিলেন? তাঁর কি কোনও গাফিলতি ছিল? কেন শুধু তাঁর উপরেই দায় চাপিয়ে দেওয়া হল? এটা অন্যায়, অযৌক্তিক। ওই কর্মসূচিতে শুধু তিনিই ছিলেন না। রাজনীতিকরাও ছিলেন।**

অন্যদিকে, আরসিবি’র সেলিব্রেশনে বেঙ্গালুরুতে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে বিতর্ক থামার লক্ষণই নেই। শুক্রবার সকালে আরসিবির মার্কেটিং হেড নিখিল সোসালে গ্রেপ্তার হয়েছেন। সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ কেম্পেগৌড়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু এই গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে তিনি কর্নাটক হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করে জানিয়েছেন, তাঁকে গ্রেপ্তার করা বেআইনি ও রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

এরপর দুয়ের পাতায়

মোদীর শুভেচ্ছা

■ **ইদ-উল-আজহাদ্দ উপলক্ষে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার নিজের এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, ‘ইদ-উল-আজহা-র শুভেচ্ছা। এই উপলক্ষ আমাদের সমাজে সম্প্রীতিকে অনুপ্রাণিত করুক এবং শান্তির বুননকে শক্তিশালী করুক। সকলের সুস্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধি কামনা করছি।’ ইদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।**

‘ভূত-খানা’

■ **রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ফের তীব্র ভাষায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন। শুভেন্দু বলেন, ‘আরজি কর, এনআরস; সব জায়গা ভূত-খানা। পশ্চিমবঙ্গ থেকে মাসে ১০ লাখ রোগী ভেলোর, ওডিশা, এইমস, টাটা ক্যান্সার, মণিপাল, শংকর নেত্রালয়, চণ্ডীগড় পিজিআই, হায়দরাবাদ পিজিআইয়ের দিকে ছুটছে। হাসপাতালে বিছানা নেই, ইনজেকশন নেই, ওষুধ নেই।’**

অসুস্থ সনিয়া

■ **শিমলায় গিয়ে শনিবার আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়লেন কংগ্রেসনেত্রী সনিয়া গান্ধি। তড়িঘড়ি তাঁকে ইন্দিরা গান্ধি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, সেখানে প্রবীণ কংগ্রেসনেত্রীর এমআরআই করা হয়েছে। খবর পেয়েই হাসপাতালে পৌঁছন হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু। রুটিন চেকআপের জন্যই সনিয়াকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।**

EXCELLENCE | INNOVATION | ENTREPRENEURSHIP
SWAMI VIVEKANANDA UNIVERSITY
MOST PROMISING PRIVATE UNIVERISTY IN WEST BENGAL
UGC Recognized
CENTRE OF EXCELLENCE
IBM BOSCH cadence ICICI Microsoft 2.5 Vision AARFIVE DESIGNS ORACLE Elephant Robotics

ADMISSION ENQUIRY : +91 7044086270
Barrackpore-Barasat Rd, Sewli Telinipara
Malir Math, Bara Kanthalia, West Bengal - 700121
www.swamivivekanandauniversity.ac.in

SWAMI VIVEKANANDA GROUP OF INSTITUTES
ADMISSION ENQUIRY : +91 9831084446 / 7003029267
Sonarpur Station Rd, Karbala More, Kumarkhali,
Narendrapur, Kolkata, Rajpur Sonarpur, West Bengal 700103
www.svist.org

REGENT EDUCATION AND RESEARCH FOUNDATION

ADMISSION ENQUIRY : +91 9830520866 / 9831103784
Bara kanthalia, Barrackpore, Telini Para, Kolkata - 700121
www.rerf.in
APPROVED BY AICTE | NAAC ACCREDITED | AFFILIATED TO MAKAUT AND WBSCTE
PROGRAMS OFFERED
Diploma | B.Tech | M.Tech | Ph.D.
Agriculture | Bio Technology | Microbiology
BMRIT | BMLT | Hospital Management | BBA
MBA | Physiotherapy | BCA MCA | Nutrition
Multimedia And Animation | Optometry
Psychology | Journalism
Hotel Management | Law
ADMISSION OPEN NOW 2025-2026
West Bengal Student Credit Card Scheme Available

৫০ লাখ চেয়ে ‘মাও’ চিঠি স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: খাস কলকাতায় মাওবাদীদের নামে চিঠি পাঠিয়ে তোলাবাজির হুমকি দেওয়ার অভিযোগ। সঙ্গে এও জানা গিয়েছে এই চিঠি পাঠিয়ে ৫০ লক্ষ টাকা তোলা চাওয়াও হয়েছে। আর তারই প্রেক্ষিতে বড়বাজার থানার দ্বারস্থ হয়েছেন এক স্বর্ণ ব্যবসায়ী।

এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, এই চিঠিতে একইসঙ্গে সোনার দোকানের মালিককে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়, পুলিশের কাছে গেলেও কিছু হবে না। পুলিশ তাঁদের কিছু করতে পারবে না। পুলিশের কোনও সাহস নেই। এই অভিযোগ পাওয়ার পরই দ্রুত তদন্ত শুরু করে পুলিশ। ওই চিঠি সত্যিই কোনও মাওবাদী নেতা পাঠিয়েছে, নাকি সেটি ভুয়ো, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, বড়বাজারের ওল্ড চিনা বাজার স্ট্রিটের একটি সোনার দোকানের মালিকের কাছে এই ‘মাওবাদী’ চিঠি এসেছে বলে সূত্রের খবর। তাতে জানানো হয়েছে, সংগঠনের তহবিলে ৫০ লক্ষ টাকা জমা দিতে হবে। চিঠিতে নিজেকে মাওবাদী সংগঠনের সদস্য বলে দাবি করেছে সমীর মণ্ডল নামের এক ব্যক্তি। সঙ্গে দাবি করেছেন ৫০ লক্ষ টাকা। পাশাপাশি দেওয়া হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গার হাদিপুর কলোনির একটি ঠিকানাও। ওই ঠিকানায় গুপী ওরফে মুকুলকে ওই টাকা পৌঁছে দিতে বলা হয়েছে ওই চিঠিতে।

মিড ডে মিলে 'অনীহা' বাংলার পড়ুয়াদের
রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মিড ডে মিলে বাংলার পড়ুয়াদের সংখ্যা বিপুল হ্রাস পেয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রের এক রিপোর্টে এই নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। কেন্দ্রের ওই রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, ৫০ শতাংশ পড়ুয়াই গত শিক্ষাবর্ষে মিড ডে মিল নেয়নি। কেন মিড ডে মিলে পড়ুয়ার সংখ্যা এত বিপুল হ্রাস পেল তা নিয়ে আগামী ৩০শে জুনের মধ্যে রাজ্যের থেকে জবাব চেয়ে পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই ইস্যুতে একযোগে মমতা সরকারকে নিশানা করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, '৫০ শতাংশ বাচ্চা মিড ডে মিল খাচ্ছে না। মিড ডে মিল প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার যে টাকা দেয়, তার ৪ হাজার কোটি টাকা পড়ে রয়েছে। রাজ্য খরচই করেনি। সেই টাকা কোথায় যাচ্ছে, কী হচ্ছে, আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না।' অন্যদিকে রাজ্যের শাসকদলকে তোপ দেগে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকেও কাগজের কাটিং-সহ আমার বক্তব্য পাঠিয়েছি। তৃণমূলের লোকেরা মিড ডে মিলের চাল চুরি করছে। ১০০ শতাংশ দেখিয়ে চাল নিচ্ছে। আর ৫০ শতাংশ চাল রান্না হচ্ছে।'

কেন্দ্রের ওই রিপোর্টে যে পরিসংখ্যান সামনে এসেছে তাতে করুণ চিত্র দেখা যাচ্ছে। ২০২৩-২০২৪ সালের তুলনায় ২০২৫-২০২৬ সালে ১০ লক্ষ কম পড়ুয়া মিড ডে মিলের সুবিধা নিয়েছে। তথ্য বলছে প্রধানমন্ত্রী পোষণ শক্তি নির্মাণ যোজনার অন্তর্গত এই প্রোগ্রামে পশ্চিমবঙ্গের ১৫টি জেলায় ২০২৪-২৫ সালে নথিভুক্ত আছে এমন ৪০ শতাংশেরও বেশি পড়ুয়া মিড ডে মিলের সুবিধা গ্রহণ করেনি। যার মধ্যে কোচবিহার সবথেকে নীচে রয়েছে। যেখানে ৪৬ শতাংশ পড়ুয়া মিড ডে মিল গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ মিড ডে মিলের সুবিধা নেয়নি ৫৪

শতাংশ পড়ুয়া। এই প্রবণতাকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে দেখছে কেন্দ্রীয় সরকার। এটিকে গুরুতর উদ্বেগ হিসেবেও তাঁরা চিহ্নিত করেছে। ইতিমধ্যে ভারত সরকারের স্কুল এবং স্বাক্ষরতা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে এই নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন। প্রোগ্রাম অ্যাপ্রুভাল বোর্ড ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে যে ২০২৩-২৪ থেকে ২০২৪-২৫ পর্যন্ত রাজ্যের মিড ডে মিলের স্কুলগুলির ক্ষেত্রে ভর্তি সংখ্যা ৪.০১ লক্ষ হ্রাস পেয়েছে। ২০২৫-২৬ সালের এই ভর্তির সংখ্যা আরও ৬ লক্ষ হ্রাস পেয়েছে। যা যথেষ্ঠ উদ্বেগপূর্ণ। মিড ডে মিল প্রকল্পের আওতায় পড়ুয়াদের পুনরায় অন্তর্ভুক্ত প্রচেষ্টা করা যেতে পারে বলে জানিয়েছে কেন্দ্র। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক স্তরে পিএম পোষণের আওতায় যথাক্রমে ৭৮ শতাংশ এবং ৭৪ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী ছিল। কিন্তু উচ্চ প্রাথমিকে তা কমে ৫৮ শতাংশতে দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্রের দেওয়া তথ্য বলছে, ২০২৪-২৫ সালে পিএম পোষণ শক্তি যোজনায় নাম নথিভুক্ত করেছিল ১ কোটি ১৩ লক্ষ ৪৪ হাজার ১৪৬ জন পড়ুয়া। তবে এর মধ্যে মাত্র ৭৭ লক্ষ ৯১ হাজার ৯৪৬ জন মিড ডে মিলের সুবিধা গ্রহণ করেছে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগনার মতো জেলাগুলিতে করুণ চিত্র সামনে এসেছে। এখানে অর্ধেকের চেয়েও কম নাম নথিভুক্তকারী ছাত্র-ছাত্রীরা মিড ডে মিলের সুবিধা গ্রহণ করেছে। একই সঙ্গে এই প্রকল্পে প্রোগ্রাম অ্যাপ্রুভাল বোর্ড তহবিল তছরূপের অভিযোগও নিয়ে এসেছে। একাধিক অনিয়মের কথা উল্লেখ করেছে তাঁরা।

তাঁদের অভিযোগ, এই প্রকল্পকে বাস্তবায়ণ করে যে সংস্থাগুলি এবং পৌর কর্পোরেশন, একক নোডাল এজেন্সি অ্যাকাউন্টের বাইরে তহবিল জমা রাখছে। রাজ্যকে অবিলম্বে এই তহবিল স্থানান্তর করা নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ভারত সরকারের নির্দেশিকা লঙ্ঘন এবং বিলম্বের জন্য যাঁরা দায়ী, সেই সমস্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছে পিএবি। নিজেদের কার্যবিবরণীতে তারা এটা উল্লেখ করেছে। তবে মিড ডে মিলে এত বিপুল পরিমাণে ছাত্রছাত্রী সংখ্যার কমে যাওয়ার কারণ কী? বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, রাজ্যের স্কুল শিক্ষা বিভাগের বিদ্যালয়গুলিতে স্কুলছুট বা ড্রপ আউটের হার ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। বিশেষত উচ্চ প্রাথমিক বিভাগে। মিড ডে মিলের পড়ুয়া কমার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় কারণ হতে পারে।

রানি ঝিলে নিকাশি সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পথে পূর্ব রেল, উপকৃত হবেন হাওড়াবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ব রেলের হাওড়া বিভাগ বামনগাছিতে দীর্ঘ দিনের জল জমার সমস্যার সমাধানে বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। বর্ষা এলেই জলের তলায় চলে যেত হাওড়া কার শেড এলাকা, বামনগাছির আশপাশের রেললাইনের অংশ, এমনকি বেসরকারি বসতিপাড়া। মূল কারণ, রানি ঝিলের বারবার উপচে পড়া জল। এ সমস্যা দীর্ঘদিনের। এবার সেই সমস্যার স্থায়ী সমাধানে বড় পদক্ষেপ নিল পূর্ব রেলের হাওড়া বিভাগ।

হাওড়া বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারিং দপ্তরের উদ্যোগে রানি ঝিলের সংস্কার ও সৌন্দর্য্যায়নের উদ্দেশ্যে একটি বিস্তৃত প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। বর্ষাকালে জল উপচে পড়া, পাশের আবাসন এলাকার নিকাশি জল ঝিলে এসে পড়া, জলজ উদ্ভিদ ও আবর্জনায় নালা বন্ধ হয়ে যাওয়া, বেআইনি দখল সমস্ত কারণ একসঙ্গে চিহ্নিত করে সমাধানে নেমেছে রেল কর্তৃপক্ষ। রানি ঝিলের উপরিভাগ থেকে সম্পূর্ণ জলজ আগাছা (জলজ পদ্ম ও কচুরিপানা) সরানো হয়েছে, যাতে বর্ষার সময় জল চলাচল সহজ থাকে। প্রায় ৬ ফুট গভীর পর্যন্ত পলি ও আবর্জনা তোলার কাজ শেষ, এর ফলে জলধারণ ক্ষমতা অনেক বেড়েছে। ১ ও ৬ নম্বর ব্রিজ পর্যন্ত সমস্ত সংযুক্ত ড্রেন ও নিকাশি ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ পরিস্কার করার কাজ শেষ হয়েছে। ঝিল থেকে তোলা পলি ও আবর্জনা নির্দিষ্ট জায়গায় বিজ্ঞানসম্মতভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে বলেই পূর্ব রেল জানিয়েছে। এছাড়াও ঝিলপাড় থেকে বেআইনি দখল উচ্ছেদ করা হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে জল নিষ্কাশনে কোনও বাধা না পড়ে। এই প্রকল্পে ইতিমধ্যেই দৃশ্যমান ফল মিলেছে বলে জানিয়েছে পূর্ব রেল। স্থানীয় জলনিকাশি ব্যবস্থা অনেকটাই মসৃণ হয়েছে। রেল কার শেড এলাকা ও পার্শ্ববর্তী রেল ও আবাসিক এলাকার জল জমার সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে বলেই আশা। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ রানি ঝিলকে পরিবেশবান্ধব এবং নাগরিক-বান্ধব বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে একটি সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পও পরিকল্পনা করেছে। এতে রেলকর্তৃপক্ষের পরিবেশ সচেতনতা ও নাগরিকদের কল্যাণে দায়বদ্ধতার পরিচয় মিলছে। পূর্ব রেলের হাওড়া বিভাগের এই উদ্যোগ পরিকাঠামো উন্নয়ন, পরিবেশ রক্ষা ও জনসেবার প্রতি অঙ্গীকারেরই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ইদ উল আযহা উপলক্ষে কাবুলিওয়ালারা আনন্দ করছেন কলকাতা ময়দানে।

শনিবার গুরু হরকৃষ্ণের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শিখ সম্প্রদায়ের মানুষরা শরবত বিতরণ করছেন ভবানীপুরে।

রেড রোডে অনুষ্ঠিত হল ঐতিহ্যের ইদ উল আযহা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইদ-উল আযহা উপলক্ষে শনিবার সকালে কলকাতার রেড রোডে অনুষ্ঠিত হল রাজ্যের সবচেয়ে বড় ইদের জামাত। বহু ধর্মপ্রাণ মুসলিম ভোরবেলা থেকেই জড়ো হন ইন্দিরা গান্ধি সরণিতে। সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ নামাজ আদায় করেন তাঁরা। যদিও এবারের ইদের নামাজ ঘিরে প্রথমে জটিলতা তৈরি হয়েছিল। সেনার অনুমতি না থাকায় প্রশ্ন উঠেছিল, আদৌ কি রেড রোডে ইদের জামাত হবে? এই অনিশ্চয়তার মাঝেই হস্তক্ষেপ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর উদ্যোগে প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা শুরু হয়। সেনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে রাজ্য সরকার। শেষপর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপেই মেটানো হয় জট। ইদের সকালে 'এক্স' হ্যান্ডেলে বাংলায় ও উর্দুতে শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'ইদ মোবারক! ইদ-উল আযহা উপলক্ষে সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।' প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরে কলকাতার রেড রোডে ঈদ-উল ফিতর ও ঈদ-উল আযহার নামাজের আয়োজন করে আসছে কলকাতা খিলাফত কমিটি। কিন্তু এবারে সেনার তরফে জমায়েতের অনুমতি বাতিল করে একটি চিঠি দেওয়া হয় খিলাফত কমিটিকে। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী তৎপর হন। প্রশাসনিক স্তরে হয় বৈঠক। মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপেই সেনার সঙ্গে যোগাযোগ করে অনুমতির ব্যবস্থা হয়। অবশেষে শনিবার সকাল সাড়ে ৮টায় শান্তিপূর্ণভাবে নামাজ আদায় করেন ধর্মপ্রাণ মানুষ। উপস্থিত ছিলেন হাজার হাজার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। উৎসবের দিনে মুখ্যমন্ত্রীর সক্রিয় ভূমিকায় স্বস্তিতে মুসলিম সমাজ।

নবান্নর সামনে টোটোর ধাক্কায় মৃত মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ার, ধৃত চালক

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার দুপুরে হাওড়ার নবান্নর সামনে টোটোর ধাক্কায় মৃত্যু হল এক মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ারের। নিহতের নাম নূপুর চট্টোপাধ্যায় (৫২)। বাড়ি হাওড়ার ডোমজুড়ে। কলকাতা পুলিশের সিভিক ভলান্টিয়ার হিসাবে তিনি নবান্নের সামনে দায়িত্বে ছিলেন। ঘটনায় টোটো চালককে গ্রেপ্তার করেছে শিবপুর থানার পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে টোটোটিও। ঘটনার সূত্রপাত, শনিবার দুপুর ২টা নাগাদ। নবান্নর সাবওয়ের সামনে রাস্তা পার করছিলেন নূপুর চট্টোপাধ্যায়। সেই সময়েই পিছন থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি টোটো আচমকা তাঁকে ধাক্কা মারে। ধাক্কায় ছিটকে পড়ে দেওয়ালে মাথা ঠুকে গুরুতর চোট পান তিনি। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যরত অন্যান্য পুলিশকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন হাওড়া সিটি পুলিশের কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী। তিনি বলেন, 'একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে। আমাদের কলকাতা পুলিশের একজন মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ার হেঁটে যাচ্ছিলেন, পিছন থেকে একটা টোটো ধাক্কা মারে। তারপর ওঁকে নার্সিংহোমে নিয়ে আসা হয়েছিল। সেখানে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি যা আইনি প্রক্রিয়া আছে আমরা করছি।' দুর্ঘটনার খবর পেয়ে নার্সিংহোমে ছুটে আসেন মৃতার স্বামী। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুলিশের একাধিক পদস্থ আধিকারিকও। ঘটনার তদন্তে নেমে শিবপুর থানার পুলিশ চালক-সহ মোট ৫ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। পরে চালককে গ্রেপ্তার করা হয়। তার বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে। দুর্ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সূত্রের খবর, চালকের গাফিলতি প্রমাণিত হলে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।

দিঘা ডাম্পইয়ার্ডে বড়সড় পরিচ্ছন্নতা অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিঘার উপকূলে জমে থাকা বহু বছরের পুরনো বিপজ্জনক বর্জ্য সরানোর উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদ সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ১০০০ মেট্রিক টন দীর্ঘদিনের মিশ্র বর্জ্য অপসারণে একটি বিশেষ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই নির্দিষ্ট এজেন্সি নিয়োগের জন্য রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল জারি হয়েছে। ডিএসডিএ সূত্রে জানা গেছে, দিঘার ডাম্পইয়ার্ডে বহু বছর ধরে জমে থাকা এই মিশ্র বর্জ্যের মধ্যে রয়েছে একাধিক বিপজ্জনক রাসায়নিক উপাদান ও জৈব-অজৈব বর্জ্য, যা বায়ু, জল ও মাটির গুণমান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। শুধু স্থানীয় বাসিন্দারাই নয়, এই দূষণের ফলে ঝুঁকিতে পড়ছে দিঘার পর্যটন শিল্পও। এই প্রেক্ষিতে পরিবেশ সুরক্ষা ও জনস্বাস্থ্য রক্ষার লক্ষ্যে দ্রুত এই বর্জ্য অপসারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ডিএসডিএ-র এক আধিকারিক জানান, 'এই লিগ্যাসি বর্জ্য বহু বছর ধরে জমে রয়েছে। এগুলি শুধু পরিবেশ নয়, জনজীবনের উপরও প্রভাব ফেলছে। তাই নিয়ম মেনে, দ্রুততার সঙ্গে এবং সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার মাধ্যমে এগুলিকে সরানো হবে।' জানা গেছে, এই বর্জ্য একটি স্বীকৃত হ্যাজার্ডাস ওয়েস্ট ডিসপোজাল প্ল্যান্টে নিয়ে গিয়ে প্রক্রিয়া করা হবে। বর্জ্য অপসারণ চলাকালীন বাতাস, জল, শধ এবং গন্ধ, এই সমস্ত বিষয়ের উপর নজরদারি চালাতে হবে। এর পাশাপাশি থাকবে অগ্নি-নির্বাপণ ব্যবস্থা, সিসিটিভি নজরদারি এবং বর্জ্যের পরিমাণের নিরপেক্ষ যাচাই। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করতে সময় দেওয়া হয়েছে ১৫ দিন। ডিএসডিএ-র দাবি, এই উদ্যোগ সফল হলে দিঘার পরিবেশগত ভারসাম্য অনেকটাই ফিরবে এবং বাসিন্দা ও পর্যটকদের জন্য আরও স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ পরিবেশ গড়ে উঠবে। ইতিমধ্যেই পরিবেশবিদ ও স্থানীয় মানুষ এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, দীঘার উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষা করতে এই পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি ছিল।

'গ্রেটার বাংলাদেশ মডেলে' পরিচালিত তৃণমূল সরকার, তোপ সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশের কোটা সংস্কার আন্দোলনে লাঠি হাতে যাঁকে দেখা গিয়েছিল, তিনি এখন নাকি কাকদ্বীপের নিবন্ধিত ভোটার! এক্স হ্যান্ডেলে এই বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। নাম না করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে সুকান্তর বক্তব্য, 'এগিয়ে বাংলা মডেল'-এর আরও একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত! বাংলাদেশের কোটা সংস্কার আন্দোলনে লাঠি হাতে দেখা যাওয়া সেই নিউটন এখন কাকদ্বীপের নিবন্ধিত ভোটার! ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিশেষ উৎসাহে' শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস শুধু চাকরি বেচা, বোমা তৈরি আর কাটমানি নয়, এখন তারা নেতৃত্ব দিচ্ছে 'অবৈধ অনুপ্রবেশ শিল্প'-কেও। তৃণমূল কংগ্রেস না থাকলে, বাংলার মানুষ এই মডেলের ভয়াবহতা কখনও উপলব্ধি করতে পারত না। হাজার হাজার বাংলাদেশি 'নিউটন' এখন বাংলা ভোটে অংশ নিচ্ছে, এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রবেশ তত্ত্ব ও তোষণ রাজনীতির কৃপায়। এই অবৈধ ভোটার ও লাঠিধারী দুর্বৃত্তদের ভরসায় তিনি বাংলার শাসন চালাচ্ছেন না, তিনি আসলে রচনা করছেন 'গ্রেটার বাংলাদেশ'-এর নকশা।'

হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ ধৃত কর্তার

প্রথম পাতার পর

কর্নাটক ক্রিকেট সংস্থার (কেএসসিএ) দুই কর্তা দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর আইপিএল জয়ের উৎসবে পদপিষ্ট হয়ে মারা যান ১১ জন। সেই ঘটনার পরেই কেএসসিএ-এর সচিব এ শঙ্কর এবং কোষাধ্যক্ষ ই জয়রাম ইস্তফা দিয়েছেন।

আরসিবির বিজয় সেলিব্রেশনে পদপিষ্ট হয়ে ১১ জনের মৃত্যু ঘটেছে, আহত ৫০-র বেশি।

ফের পথে অভয়া মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দশ মাস অতিক্রান্ত। তবুও আর জি কর হাসপাতালে কর্মরত তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে হত্যার ঘটনায় এখনও বিচার মেলেনি। বিচারের দাবিতে ফের পথে নামল অভয়া মঞ্চ। শনিবার সন্ধেয় সোদপুর ট্রাফিক মোড়ে অভয়া মঞ্চের তরফে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত সভায় চিকিৎসক থেকে শুরু করে নাগরিকরাও যোগ দিয়েছিলেন। এদিন গান, আবৃত্তি, নাটক, স্লাইড শো-র মাধ্যমে আন্দোলনের বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরা হয়। অভয়া মঞ্চের তরফে এদিন একাধিক কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। অভয়া মঞ্চের তরফে চিকিৎসক তমোনাশ চৌধুরী বলেন, 'দশ মাত্র অতিক্রান্ত। তবুও অভয়ার বিচার মেলেনি। প্রকৃত দোষীরা এখনও ধরা পড়েনি। তথ্য লোপাটে যুক্তদের আড়াল করা হচ্ছে। তাই প্রয়োজনে ফের সিজিও কমপ্লেক্স ঘেরাও করা হবে।' বিচারের দাবিতে আগাম কর্মসূচি নিয়ে তিনি জানান, ৯ জুন টালা থানা অভিযান করা হবে। আগামী ৯ জুলাই তাঁরা রাস্তায় থাকবেন। বিচার না মিললে তাঁরা আগামী ৯ আগস্ট রাজ্য জুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন। সেদিন রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষকে আন্দোলনে সামিল হবার আহ্বান করলেন অভয়া মঞ্চের প্রতিনিধিরা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

জেলা হুগলী চুঁচুড়াস্থিত দ্বিতীয় সিভিল জজ (সিনিয়ার ডিভিশান) আদালত
সন ২০১৮ সালের ১৪৪ দেওয়ানী মোকর্দ্দমা
বিজয়া সোম দীগর ....বাদীপক্ষ
- বনাম-
রঞ্জিত দত্ত দীগর............বিবাদীপক্ষ

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে, উপরিউক্ত বাদীপক্ষ **বিজয়া সোম দীগর**, স্বামী মৃত প্রাণ কুমার সোম সাকিম শিতলাপাড়া, পোঃ শ্যামনগর, থানা-নাওয়াপাড়া, জেলা ২৪ পরগণা, পিন ৭৪১১২৭, ১১/০৬/২০১৮ তারিখে অত্র বাদীগন অত্র মোকর্দ্দমার প্রতিবাদীর নাম বরাবর বিভাগ বন্টন মোকর্দ্দমা রুজু করিয়াছিলেন পরবর্তীকালে অত্র মোকর্দ্দমায় ১০ নং বিবাদী **বজরংগী নাথ সাহা**, পিতা কালি প্রসাদ সাকিম খারাজিপাড়া,পোঃ ও থানা-পান্ডুয়া, জেলা - হুগলী কে সমন করা হয়। তাহার সমন বেজারী হওয়ার করানে দৈনিক সংবাদ পত্রের বিজ্ঞপ্তি করা হইল। এতদ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকাশিত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে নিজ স্বয়ং বা উকিলবাবু মারফৎ আপত্তি জানাইবেন। নতুবা উপরোক্ত বাদীপক্ষে একতরফা রায় হইবে ।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
স্বা/- শ্রীযুক্ত শান্তনু চ্যাটাজ্জী (এ্যাডভোকেট)
আদালতের অনুমত্যানুসারে
স্বা/- পার্থসারথি পাল (সেরেস্তাদার)
২য় অতিরিক্ত সিঃ জজ (সিনিঃ ডিভিঃ)
এবং জেলা ডেলিগেট, হুগলী

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে আমার মক্কেল **১) ওমরাবতী দেবী রাই, ২) উত্তম কুমার রাই, ৩) চন্দ্রলেখা দেবী রায়, ৪) অরুণ কুমার রায় , ৫) আকাশ কুমার রায়**, ৩, ৪, ৫ নং দীগরের স্বামী / পিতা প্রদীপ রাই, সর্বস্বাং এল.বি.এস মার্গ, পোস্ট বাঁশবেরিয়া, থানা মগরা, জেলা হুগলী পিন ৭১২৫০২। হুগলি জেলার অন্তর্গত মগরা থানার অধীন জে.এল নং ১৩৮ শঙ্খনগর মৌজাস্থিত এল.আর ২৩৩ নং খতিয়ানভুক্ত, আর এস / এল আর ৯২ নং দাগে ১ কাঠা ৮ ছটাক শুনা জমি নিযুক্তিয় ২৬/১২/২০২৩ তারিখে হুগলি এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্টিকৃত ১ নং বহির, ৬০৩ নং ভলিউমের, ৪৯০৩ হইতে ৪৯১৮ নং পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ ৮৬ নং দলিলবলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার **শ্রী দেবাশীষ চৌধুরী**, পিতা অবনী চৌধুরী, সাকিম শঙ্খনগর, পোস্ট বাঁশবেরিয়া, থানা মগরা, জেলা হুগলী পিন ৭১২৫০২ নিবাসী **১) গণেশ সাউ**, পিতা রামদাস সাউ, **২) শ্রীমতি দুর্গা সাউ**, স্বামী গনেশ সাউ সাং ৫৫৮ নং ওল্ড লাইন, পোস্ট বাঁশবেড়িয়া, থানা মগরা, জেলা হুগলী পিন ৭১২৫০২ তিনি গত ইং ২০/০৩/২০২৪ তারিখে ৩৩৬৮ নং দলিল মূলে উক্ত ব্যক্তিদের বিক্রয় করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারবেন, অন্যথায় নিয়মানুসারে কার্য করা হইবে ।

ইতি-পার্থ প্রতিম বিশ্বাস (উকিলবাবু),
জেলা জজ আদালত,হুগলী, চুঁচুড়া

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৮ ই জুন। ২৪ শে জ্যৈষ্ঠ্য। রবিবার। ত্রয়োদশী তিথি। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বিংশোত্তোরী রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শুভ। বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। লৌহ মেশিনারি বা ইমারতির দ্রব্য ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : শশুর বাড়ির স্বজন আত্মীয় দ্বারা ছোট ভ্রমণের সুযোগ এবং তাদের দাঁড়ায় সম্মান বৃদ্ধির যোগ। আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতিবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য হতে সতর্ক থাকুন। আজকের দিনটা ভালো হলেও খুব সতর্ক থাকা ভালো। একসাথে পড়াশুনা করতেন এরকম বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বাড়িতে তালা দেওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না, আপনার তাড়াহুড়োর কারণে মূল্যবান দ্রব্য কিছু দিন আগে ক্ষতি হয়েছে। ঋণ নি গ্রহণ করতে পারেন। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। বফন্ধু বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জলের মিস্ত্রি বাড়িতে আসলে আধার কার্ড বা পরিচয় পত্র নিতে ভুলবেন না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : ইলেকট্রিকাল দ্রব্য এসি, টিভি ফ্রিজ কেনার জন্য মনস্থির করছিলেন আজ শুভ দিন। পরিবারের আট বছরের নিচের কোনো শিশুর দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি গ্রোভবতী মায়েরা একটু সচেতন থাকুন। বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার নি সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : সচেতনতা মূলক শান্তি। স্বামী স্ত্রী র গভীর আলোচনায় কেন তৃতীয় ব্যাক্তিকে টানছেন? লিভার, তলপেট, গলব্লাডার, নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তার থেকে মুক্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা শুভ। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : বিষয় আসায় বিশেষ করে মৃত পিতার সম্প্রতি বা মৃত দাদুর সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির নতুন পথ দেখা যাবে। আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : মনে এক আর মুখে এক, এই করলে বিপদ। প্রাণের বন্ধু আপনি যাকে ভাবতেন তিনি আপনাকে কেন এড়িয়ে চলছে? এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা ক্ষতির আশংকা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে দুঃখ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : কিছু শুভ। যাকে এতদিন শত্রু মনে করতেন আজ তিনি আপনার বন্ধু রূপে বিশেষ কোনো উপকার করবে। পরিবারের নাবালক আত্মীয় দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। বাড়ির পোষ্য কুকুর বা বেড়াল থেকে সমস্যা তৈরী হবে। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় নৈরাশ্য হতাশা কাটবে আনন্দ প্রাপ্তি। গুরুর মন্ত্র নিলেন কিন্তু পুজোপাঠ জপ-তপ এ আপনার মন নেই, তাহলে দৈব কৃপা কেমন করে পাবেন। গ্রহ স্থিতি অনুসারে বান্ধব দ্বারা বা মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : স্বজন বান্ধব সহ আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আপনার মনে সেবা মূলক ভাব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, সমাজে কোনো শুভ কিছু করার চিন্তা আজ আপনার রাশির উপ অতীব শুভ যোগ তৈরি করছে। হঠাৎ করে অর্থ প্রাপ্তি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : সতর্ক থাকুন। আজ ছোট ঘটনা নিয়ে যদি অধৈর্য হয়ে পড়েন পরিবারে বিবাদ বিতর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে সুখ কি করে আসবে? আজ সতর্ক বি থাকার দিন। প্রেমিক যুগল আজ কথা না রক্ষার জন্য ছোট বিবাদ বড় আকার নেবে। কোর্ট কেসে যে মামলাটি আছে আজ সেই বিষয় দুঃখ প্রাপ্তি হবে। গৌড় বর্ণের শত্রু থেকে সতর্ক থাকুন।। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

চাকরি দেওয়ার নামে ঘরে আটকে রেখে লাগাতার ‘ধর্ষণ’

গোপনাঙ্গে রড ঢোকানোর চেষ্টা, পতিতালয়ে বিক্রি করার হুমকি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাড়িতে আটকে রেখে মাসের পর মাস ধরে এক তরুণীকে লাগাতার ধর্ষণ, শারীরিক অত্যাচার, এমনকি পতিতালয়ে বিক্রি করে দেওয়ার হুমকির অভিযোগ উঠল হাওড়ার ডোমজুরের বাঁকড়া ফকিরপাড়ার বাসিন্দা আরিয়ান খানের বিরুদ্ধে। শুধু হুমকি নয়, ওই যুবতীর কিডনি বিক্রি করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে তাঁর শরীর ও মন গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। সোদপুর সুখচর ৩ নম্বর দেশবন্ধু নগরের বাসিন্দা ২৩ বছরের ওই তরুণীর অভিযোগে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। খড়দা ও ডোমজুর দুই থানার পুলিশ যৌথভাবে তল্লাশিতে নেমেছে। কিন্তু মূল অভিযুক্ত আরিয়ান খান এখনও পলাতক।

ঘটনার সূত্রপাত ডিসেম্বর, ২০২৪ সালে। পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে সোদপুর সুখচরের বাসিন্দা ওই তরুণীর সঙ্গে হাওড়ার ডোমজুরের বাসিন্দা আরিয়ান খানের পরিচয় হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। কিছু দিনের আলাপচারিতার পর ডিসেম্বর মাসে আরিয়ান তরুণীকে জানায়, সে বিভিন্ন ইভেন্ট কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত। তাকে কাজ দেবে বলে ডাকে হাওড়ায়। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েটি কর্মসংস্থানের আশায় পৌঁছে যায় ডোমজুরে। সেখানেই তার জন্য পাতা ছিল ফাঁদ। তরুণীর অভিযোগ, আরিয়ান ও তার মা শ্বেতা খান তাঁকে বাড়িতে আটকে রাখে। কেড়ে নেওয়া হয় তার মোবাইল। এরপরই আরিয়ান জানিয়ে দেয় কোনও ইভেন্ট নেই, এখন থেকে তাঁকে পানশালায় নাচতে হবে। আরিয়ানের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় শুরু হয় নরক যন্ত্রণা। তরুণী আপত্তি করায় শুরু হয় অকথ্য শারীরিক নির্যাতন। রড, দা, লাঠি দিয়ে একাধিকবার মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তার গায়ে অসংখ্য জখমের চিহ্ন রয়েছে। তাঁর মাথার চুল কেটে দেওয়া হয়, তাঁর মনে অপমান ও ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতে। তরুণীর গুরুতর অভিযোগ, তাঁর গোপনাঙ্গে রড ঢোকানোর চেষ্টাও করা হয়। সে কাঁদলে তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়, ‘চুপ কর, না হলে মেরে ফেলব।’ অভিযোগ তাঁকে বলা হয়, ‘তোর কিডনি কেটে বিক্রি করে দেব। তোকে পতিতালয়ে বেচে দেব।’

অভিযুক্ত যুবক

ওই তরুণীকে রান্না, ঘর মোছার মতো গৃহস্থালির কাজও করানো হত। না করলে মিলত চাবুকের মতো অত্যাচার। ঘটনার প্রায় ছ'মাস পর, গতকাল ভোর রাতে বাড়ির একটি সিসি ক্যামেরা বন্ধ থাকাকালীন সুযোগ নিয়ে পালিয়ে খড়দায় নিজের বাড়িতে ফেরেন তরুণী। তাঁকে প্রথমে বলরাম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, পরে সেখান থেকে স্থানান্তরিত করা হয় সাগরদত্ত মেডিক্যাল কলেজে। এরপরই তরুণী আরিয়ান খান ও তার মা শ্বেতা খানের বিরুদ্ধে খড়দা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতে তল্লাশিতে আসে ডোমজুর থানা। যদিও তার আগেই অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। খড়দা থানার পাশাপাশি তদন্তে নামে ডোমজুর থানার পুলিশও। তল্লাশি চলছে ডোমজুরের বাঁকড়া, ফকিরপাড়া এলাকায় আরিয়ানের বাড়ি, মামাবাড়ি-সহ একাধিক স্থানে। অভিযুক্তের মায়ের ভূমিকাও তদন্তের আওতায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তরুণীর শরীরে নির্যাতনের একাধিক চিহ্ন মিলেছে। চিকিৎসা চলছে। তরুণী মানসিকভাবেও বিধ্বস্ত। অভিযুক্তদের খুঁজতে অভিযান জারি রয়েছে। আক্রান্ত তরুণীর বাবা জানান, ‘আরিয়ানের সঙ্গে কাজে যাচ্ছি বলে মেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। কিন্তু মেয়ে বাড়িতে না আসায় ওকে মাঝে মধ্যে ফোন করা হত। কখনও ওর ফোন কেউই তুলতো না। আবার কখনও মেয়ের ফোন সুইচ অফ দেখাতো। মেয়ে পালিয়ে আসলে ওর মুখ থেকে অত্যাচারের কাহিনী শুনি।’ তাঁরা মেয়ের ওপর অত্যাচারের বিচার চান। তবে প্রশ্ন উঠছে, কীভাবে এক তরুণী মাসের পর মাস ধরে নিরুদ্দেশ থাকলেও কোনও মিসিং ডাইরি হল না? আর যে এলাকাতে এমন অমানবিক ঘটনা ঘটল, সেখানের স্থানীয় বাসিন্দা বা প্রশাসনের গোচরে এল না কেন? এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই গোটা এলাকাতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

এদিকে খড়দায় একটি অনুষ্ঠানে এসে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ এই অত্যাচারের ঘটনায় সমবেদনা জানাতে গিয়ে ‘বামজামানার’ সঙ্গে তুলনা টানেন। কুণালের বক্তব্য, ‘সমাজে কিছু খারাপ, নিন্দনীয়, পাশবিক ঘটনা ঘটছে। সেটা বামজমানায়ও ঘটতো। তবে বামজমানায় এত সোস্যাল মিডিয়া ছিল না।’ তাঁর দাবি, ‘বাংলায় অত্যাচারের ঘটনা আগের থেকে অনেক কমেছে। পুলিশ তদন্ত করে দোষীদের শাস্তিও দিচ্ছে।’ অন্যদিকে, ঘটনা প্রসঙ্গে শাসক দলকে বিঁধেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন,‘এই রাজ্যে কর্ম সংস্থান বলে কিছু নেই। মানুষকে এমন চরম পরিস্থিতিতে এনে দাঁড় করিয়েছে এই সরকার। তারা যে কোনও মূল্যে একটা কাজের জন্য সব অত্যাচার সহ্য করতে রাজি আছে।’

বীরভূমের কোর কমিটির সদস্যদের কলকাতায় তলব তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বীরভূমের কোর কমিটির সদস্যদের কলকাতায় তলব তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের। সূত্রে খবর, ১৪ জুন রাজ্য তৃণমূল ভবনে নয় সদস্যকে ডেকে পাঠিয়েছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি। এদিকে ওই দিনই দলের বীরভূম জেলা কোর কমিটির বৈঠক ডাকা হয়েছিল। কিন্তু রাজ্য নেতৃত্বের তলবের জন্য সেই বৈঠক পিছিয়ে ২১ জুন করা হয়েছে। শনিবার সংবাদমাধ্যমে এ কথা জানিয়েছেন কোর কমিটির সদস্য আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রসঙ্গত, অনুব্রতর তিহাড় যাত্রার আগে থেকেই বীরভূম জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের মধ্যে প্রকাশ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। প্রথমদিকে অনুব্রত-শতাব্দী ঠাণ্ডা লড়াইয়ে রাশ টানতে হাল ধরতে হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এরপর অনুব্রত-কাজল কাজিয়া নিয়ে কম জল্পনা হয়নি বঙ্গ রাজনৈতিক মহলে। কিছুদিন আগে নেতাজি ইন্ডোরের মেগা বৈঠকে অনুব্রতকে ‘সতর্কও’ করতে দেখা যায় তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। স্পষ্ট বলেছিলেন, ‘কেষ্ট, কাউকে কিন্তু বাদ দেওয়া যাবে না। কাজলকেও কনফিডেন্সে নিতে হবে।’ তারপরেও পরিস্থিতির বদল আসেনি। এর পর গত ক'দিনে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার নিয়েছে। এরপরই বীরভূম জেলা স্তরে দলের রাশ টানতে কোর কমিটির নেতৃত্বকে কলকাতায় তলব বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

‘পথশ্রী’ এখন ‘হতশ্রী’, তৃণমূলকে দুর্নীতির কাঠগড়ায় তুললেন সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘পথশ্রী’ প্রকল্পকে নিশানা করে ফের কটাক্ষ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তিনি দাবি করলেন, ‘যদি প্রকল্পের নাম ‘পথশ্রী’ হয়, তা হলে আজ তার বাস্তব রূপ হল ‘হতশ্রী’। পথ নেই, পিচ নেই, কংক্রিট নেই, রাস্তাগুলি যেন মৃত্যুফাঁদ।’ একজন রোগীকে অ্যাম্বুল্যান্সে করে নিয়ে যাওয়ার সময় রামিক্রম অঞ্চলের একটি রাস্তার অবস্থা তুলে ধরে সুকান্ত বলেন, ‘রাস্তায় অ্যাম্বুল্যান্স চলতে পারছে না। সরকারি ঘোষণা থাকলেও রাস্তাগুলি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, আর মুখ্যমন্ত্রী কার্নিভ্যাল ও উৎসবে ব্যস্ত।’ তিনি আরও বলেন, ‘প্রায় এক বছর যেতে না যেতেই কোথাও রাস্তায় সিমেন্ট নেই, কোথাও পাথর উঠে গেছে। গোটা রাজ্যে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কোনও পরিকল্পনা নেই। বাজেটে যে কেপেক্স অর্থাৎ মূলধনী বিনিয়োগ থাকা উচিত, সেটা একেবারেই নগণ্য। বরং অপরিকল্পিত খাতে প্রচুর খরচ হচ্ছে।’ রাজ্যের আর্থিক স্বাস্থ্য নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করে সুকান্ত বলেন, ‘আমি অর্থনীতিবিদ নই, কিন্তু বোঝার চেষ্টা করি। রাজ্যের বাজেটে যদি মূলধনী খাতে খরচ না হয়, তবে বুঝতে হবে রাজ্যের আর্থিক কাঠামো বিপর্যস্ত। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি এখন মেরিয়ানার খাদে তলিয়ে যাচ্ছে।’ এরপর কেন্দ্রীয় ‘প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা’-র প্রসঙ্গ তুলে তিনি দাবি করেন, ‘এই প্রকল্পে একেকটা রাস্তার জন্য ৬-৭ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। অনেক ক্ষেত্রে ১০-১২ কোটিও হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, সেই টাকা নেতাদের হাত ঘুরে, পিকনিক, মুরগি, ভোজ,এসবেই শেষ হয়ে যায়। জেলা পরিষদের টেন্ডার থেকেই সব শুরু হয়। তাই শেষপর্যন্ত রাস্তা তৈরি করতে যথাযথ অর্থই থাকে না।’ তৃণমূলের স্থানীয় স্তরের দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তিনি আরও বলেন, ‘বড় নেতা থেকে ছোট নেতা, সবাই একই কাজে ব্যস্ত। সবাই ভাগ বসাচ্ছে। তারপর বাকি যা থাকে, তাই দিয়ে নামমাত্র রাস্তা হয়।’

বাবার সইয়ে আটকে ছেলের পাসপোর্ট, হাইকোর্টের দ্বারস্থ স্বামীবিচ্ছিন্না মা

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্কুল পড়ুয়া ছেলে বিদেশ যাবে ক্যারাটে খেলতে। জাপানে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার কথা তার। কিন্তু বাদ সাধছে পাসপোর্ট। পাসপোর্ট ছাড়া বিদেশ যাওয়া সম্ভব নয়। এখন, সে আর তার স্বামী বিচ্ছিন্না মা আশায় বুক বেঁধে হাইকোর্টের দিকে চেয়ে। আগামী সোমবার ওই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

ছেলে ক্যারাটে খেলায় ভাল। ক্যারাটের অনেক প্রতিযোগিতায় সে জয়ী হয়েছে। একাধিক বার আবেদন করেও ছেলের পাসপোর্ট তৈরি করতে পারেননি মা। পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, বাবার সই এবং উপস্থিতি ছাড়া নাবালক সন্তানকে পাসপোর্ট দেওয়া যাবে না। উপায় না দেখে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন স্বামীবিচ্ছিন্না মা। তাঁর আবেদন, ছেলেকে জাপানে খেলতে যাওয়ার সুযোগ করে দিক আদালত। তাঁকে পাসপোর্ট দেওয়া হোক। মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি রাজা বসুচৌধুরী। ২০১১ সালে বিয়ে হয় ব্যারাকপুরের ওই দম্পতির। ২০১৫ সালে তাঁদের পুত্রসন্তান হয়। দাম্পত্য কলহের কারণে ২০১৯ সাল থেকে তাঁরা আলাদা থাকছেন। পরে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা দায়ের হয়। স্বামীবিচ্ছিন্না মায়ের বক্তব্য, ‘সিঙ্গল মাদার’ কি সন্তানের দায়িত্ব নিতে পারেন না? বাবার অবর্তমানে সন্তান কি নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে? তাঁর দাবি, এর আগে গত বছরও তিনি সন্তানের জন্য পাসপোর্টের আবেদন করেছিলেন। সেই সময় কানাডায় চাকরি করতে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। সঙ্গে যেত ছেলেও। তখনও ছেলেকে পাসপোর্ট না দেওয়ায় সেই চাকরিতে যোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। সন্তানের বাবা কোথায় তিনি জানেন না বলে দাবি করেন মা।

‘পশ্চিমবঙ্গ দিবস’ পালনে নতুন টানাপোড়েন কেন্দ্র-রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিজেপি-র দাবি মেনে ২০ জুন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবস তথা ‘পশ্চিমবঙ্গ দিবস’ বলে মানতে নারাজ রাজ্য সরকার। এবারে ওই তারিখে নন্দীগ্রামে প্রধানমন্ত্রী জনসভা করতে পারেন বলে রাজ্য বিজেপির অন্দরে জল্পনা তুঙ্গে।

১৯৪৭ সালে বঙ্গভাগের সিদ্ধান্তকে স্মরণ করে ২০২৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ২০ জুন তারিখকে রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবস তথা ‘পশ্চিমবঙ্গ দিবস’ হিসেবে পালনের নির্দেশ দিয়েছিল। গত কয়েক বছর ধরে দিনটি বিজেপি-র কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয় হয়ে উঠেছে।

নন্দীগ্রাম বিজেপির কাছে রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাই সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রী ‘পশ্চিমবঙ্গ দিবস’ পালন করে জোরালো রাজনৈতিক বার্তা দিতে চাইছেন বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

উল্লেখ্য, বিজেপি ২০ জুনকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস ঘোষণা করার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি এই দিনটি বাঙালির জন্য ‘কালো দিন’ বলে মন্তব্য করেন। কারণ এটি বঙ্গবিভাজনের স্মৃতি বহন করে।

চেতলায় এক মসজিদের বাইরে সপরিবারে ঈদ উল আয্হা উদযাপনে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ ফিরহাদের, পাল্টা বিজেপি নেতা অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিভিন্ন বিষয়ে ফের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কটাক্ষ করলেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। শনিবার চেতলা মসজিদে নামাজ শেষ করে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রধানমন্ত্রীকে এক হাত নেন ফিরহাদ। গত মাসের শেষে বাংলা সফরে এসেছিলেন মোদী। ফের ২০ জুন বঙ্গ সফরে আসার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ফিরহাদ বলেন, ‘ভোট এলেই ওরা বাংলায় ডেইলি প্যাসেঞ্জারি শুরু করে। এবারেও সেটা শুরু করছে। তবে আগের বারের ২০০ পারের ডাকের মতো এবারও বাংলার মানুষ ওদের পগারপার করে দেবে।’ অপারেশন সিঁদুর নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে রাজনীতি করার অভিযোগ আনেন ফিরহাদ। তিনি বলেন, ‘গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।

সেনাবাহিনী লড়াই করল, এখানে প্রধানমন্ত্রীর কোনও কৃতিত্ব নেই বরং উনি একটা বড় দেশের ভয়ে কাপুরুষের মতো সেনাবাহিনীকে আটকে দিয়েছেন। আবার রাজ্যে ঘুরে ঘুরে সেনার সাফল্য নিয়ে রাজনীতি করছেন।’ ফিরহাদ হাকিমের এই বক্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন, ‘কলকাতায় ‘মিনি পাকিস্তান’ এর প্রতিষ্ঠাতা ফিরহাদ হাকিম এর পার্টিতে যা কিছু হয়, সবই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় হয়। এনারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া অন্য কেউ কিছু করতে পারে তা ভাবতেও পারে না। দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির সম্পর্কে এদের এরকম অপশব্দের প্রয়োগ মেনে নেওয়া যায় না।’

বড়মার মন্দিরে শতাব্দী, এড়ালেন অনুব্রত প্রসঙ্গ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার নৈহাটিতে বড়মার মন্দিরে পুজো দিতে এসে অনুব্রত ইস্যুতে বীরভূমের তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায় বলেন, ‘বিষয়টি দল দেখছে। দল যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নেবে।’ আসলে দলের ওপর দায়ভার চাপিয়ে তিনি সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়েছেন কেষ্ট-প্রসঙ্গ। শতাব্দী রায় বলেন, ‘বড়মার কাছে তাঁর প্রথমবার পুজো দিতে আসা। বড়মার প্রতি এত মানুষের ভক্তি। আমারও বড়মার কাছে এসে খুব ভালো লাগলো।’

নিখোঁজ হওয়া নাবালকের সন্ধানে পোস্টার পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মোবাইল চুরির সন্দেহে উল্টো করে ঝুলিয়ে যে নাবালককে ইলেকট্রিক শক দেওয়া হয়েছিল সে একেবারে বেমালুম ভ্যানিশ। ইতিমধ্যেই পাঁচ জনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। জেরাও করছে পুলিশ। তবে পাঁচজনের বয়ানে কোনও মিল নেই। সঙ্গে ধরা পড়ছে নানা অসঙ্গতি। এখানেই তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। ওই নাবালকের এখনও কোনও হদিশ নেই।

জগদ্দলে জলমগ্ন বেহাল রাস্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনস্থ ভাটপাড়া পুরসভার ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের দুলে পাড়া স্মৃতি সংঘ ক্লাব থেকে বটতলা মোড় পর্যন্ত সুদীর্ঘ রাস্তা বেহাল দশায় পরিণত। অল্প বৃষ্টিতে রাস্তাটি জলমগ্ন হয়ে পড়ে। রাস্তায় জল জমে থাকায় দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষজন। স্থানীয়দের অভিযোগ, দু'বছর ধরে রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। বেহাল নিকাশির জন্য অল্প বৃষ্টিতেই রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দা সুধাংশু মন্ডল জানান, ‘কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে উঁচু হয়ে যাওয়ায় তাদের এলাকার জল হাই রোডের মুখে গিয়ে আটকে যাচ্ছে। তাই জমাজল ঠিকমতো পাশ হতে পারছে না। বর্ষাকালে কোথাও কোমড় সমান, আবার কোথাও হাঁটু সমান জল দাঁড়িয়ে যায়।’ বেহাল রাস্তা সংস্কারের ব্যাপারে উদাসীন পুর কর্তৃপক্ষ বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। যদিও, পুর অঞ্চলের একাধিক বেহাল রাস্তা নিয়ে ভাটপাড়া পুরসভার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষের সাফাই, ‘পুরসভার অনেক রাস্তাই খারাপ। খুব শীঘ্রই রাস্তাগুলো সংস্কার করা হবে।’

সৌর বিদ্যুতের ওপর বিশেষ জোর কলকাতা মেট্রো প্রকল্পে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘সবুজ শক্তিতে অগ্রগামী মেট্রো’ এই ভাবনায় এবার সৌরশক্তি উৎপাদনে নজির গড়ছে কলকাতা মেট্রো। এর মাধ্যমে প্রায় ১.১ লক্ষ ইউনিট দৈনিক চাহিদা পূরণ করার লক্ষ মাত্রা নিয়েছে তারা। কলকাতার প্রাণরেখা হিসাবে খ্যাত মেট্রো রেল ফের নজির গড়ছে পরিবেশ রক্ষায়। বিগত চার দশকে নানা মাইলফলক ছোঁয়ার পাশাপাশি এবার পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়িয়ে কার্বন নিঃসরণ কমাতে দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছে মেট্রো রেলওয়ে। কেন্দ্রের ‘প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর যোজনা’র আওতায় ভারতীয় রেলকে ২০৩০ সালের মধ্যে ‘নেট জিরো কার্বন এমিটার’ রূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ আরও গতি পেয়েছে। বর্তমানে কলকাতা মেট্রো রেলের বিভিন্ন পরিষেবা ভবন ও কারশেড মিলিয়ে মোট ৪.৫৫৬ মেগাওয়াট পিক ক্ষমতাসম্পন্ন সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু রয়েছে। ব্লু লাইনে ১১৩৬.৫ কিলোওয়াট পিক ক্ষমতার সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন হয়েছে নোয়াপাড়া, দমদম, বেলগাছিয়া টানেল র‍্যাম্প, মহানায়ক উত্তম কুমার, কবি সুভাষ স্টেশন ও তপন সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতালে। গ্রিন লাইনে ১৫১৯ কিলোওয়াট পিক ক্ষমতার সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে সল্টলেক সেক্টর, সেন্ট্রাল পার্ক স্টেশন ও সেন্ট্রাল পার্ক ডিপোতে। পার্পেল লাইনে ১৪০০ কিলোওয়াট পিক ক্ষমতার সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র চলছে জোকা কারশেডে। অরেঞ্জ লাইনে ৫০০ কিলোওয়াট পিক সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প কাজ করছে

কবি সুভাষের নতুন কারশেডে। শুধু এপ্রিল মাসেই কলকাতা মেট্রো ৪৭, ২১০ ইউনিট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করেছে। বর্তমানে মেট্রো রেল প্রতি বছর প্রায় ৫৭ লক্ষ ইউনিট সৌরশক্তি উৎপাদন করছে। যার ফলে বছরে ৪৯ লক্ষ টন কার্বন নিঃসরণ রোধ সম্ভব হচ্ছে। এই পুরো প্রক্রিয়া ক্লাউড-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে মনিটরিং করা হচ্ছে। যশোর রোড মেট্রো স্টেশনের নিকটে ১৫০০ কিলোওয়াট পিক ক্ষমতার একটি নতুন সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণ কাজ চলছে। এছাড়াও যশোর রোড স্টেশন ও আশপাশের পরিষেবা ভবনে আরও ৬৫৪ কিলোওয়াট পিক ক্ষমতার সৌর ইউনিট বসানো হচ্ছে। পাশাপাশি টালিগঞ্জ কারশেড এবং বিভিন্ন ছোট ভবন ও কর্মী আবাসনের ছাদে ৮০০ কিলোওয়াট পিক প্রকল্পও চালু হতে চলেছে। কলকাতা মেট্রোর সাফল্যে খুশি হয়ে রেল বোর্ড আরও ৪০০০ কিলোওয়াট পিক ক্ষমতার সৌর প্রকল্প নোয়াপাড়া মাটির উপরে এবং ৫০০০ কিলোওয়াট পিক ক্ষমতার প্রকল্প নোয়াপাড়া কারশেডের ছাদে বসানোর অনুমোদন দিয়েছে। পাশাপাশি, অরেঞ্জ ও পার্পল লাইনের বিভিন্ন স্টেশনেও সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র বসানো হবে। সব মিলিয়ে এই নতুন প্রকল্পগুলি থেকে ১৪,৫০০ কিলোওয়াট পিক বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে, যা সংশ্লিষ্ট স্টেশনগুলির নিজস্ব বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে সক্ষম করবে। এই মুহূর্তে দৈনিক গড়ে ১৬,০০০ ইউনিট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করছে কলকাতা মেট্রো। নতুন প্রকল্পগুলি চালু হলে উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে প্রতিদিন ১,১০,০০০ ইউনিট-এ পৌঁছবে। ‘সবুজ আগামী’ গড়তে কলকাতা মেট্রোর এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে এক মডেল। সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে কলকাতা মেট্রো ভারতের অন্য মেট্রোর তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে। কার্বন নির্গমন হ্রাসে মেট্রো রেলের এই পদক্ষেপ পরিবেশবান্ধব ভবিষ্যতের বার্তা দিচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ তপশিলী জাতি, আদিবাসী ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন একটি সংস্থা)
সি এফ-২১৭/এ/১, সেক্টর-১, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৬৪

তপশিলী জাতিভুক্ত যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে বিনা ব্যয়ে অনাবাসিক প্রশিক্ষণের সুযোগ

বিষয় : Self Employed Tailor (AMH/Q1947) | শিক্ষাগত যোগ্যতা : অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ

যোগ্যতা : বয়স ১৮ বছর থেকে ৩৫ বছর
পারিবারিক বার্ষিক আয় সর্বাধিক ৩ ,০০,০০০.০০ টাকা

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

জেলা	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ঠিকানা	বিষয়	আসন সংখ্যা
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	Vill+PO- Chandkhali, PS- Canning, Block Canning-I, South 24 Parganas-743376	Self Employed Tailor	১৬০
	Sultangaunj, Gotalahat, PS-Bishnupur, Block - Bishnupur II, South 24 Parganas-743503		
উত্তর ২৪ পরগণা	Jhartala Bazar, PO- Sonapukur, PS : Haroa, Block- Haroa, North 24 Parganas-743502	Self Employed Tailor	৮০

অনলাইনে সরাসরি আবেদন করুন এই ঠিকানায় : https://www.wbbcdev.webstep.in/

বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন : (০৩৩) ৪০৬১৬৪৫৫ এবং ৯৬৭৪৮২৬৪৮১/ ৮০১৭০৯২০২৯ নম্বরে | আবেদনের শেষ তারিখ : ১৩ই জুন ২০২৫

প্রকল্প রূপায়ণে-Dishaa Academy

সম্পাদকীয়

সকলের আশা, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, বিদেশি ছাত্রছাত্রীদের পাশে হার্ভার্ড কর্তৃপক্ষ সবসময় থাকবে

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ইহুদি-বিদ্বেষ এবং চিনা কমিউনিস্ট পার্টির আধিপত্য বাড়াবাড়ির জায়গায় পৌঁছেছে। এর নেপথ্যে হার্ভার্ড কর্তৃপক্ষর প্রচ্ছন্ন সমর্থন স্পষ্ট। চড়া মাইনে নিয়ে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশ থেকে পড়ুয়া নিয়ে আসছে। সাধারণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিন্তু এইভাবে ছাত্র নিয়ে আসার অধিকার নেই। এই বিশেষ অধিকার হার্ভার্ডকে দেওয়া হয়েছে। এবং তারই প্রেক্ষিতে হার্ভার্ডকে বলা হয়েছিল, ক্যাম্পাসের পরিবেশ সংশোধন ও পরিবর্তন করতে। হার্ভার্ড সেই নির্দেশ অমান্য করে এই বিশেষ অধিকারের সুযোগ হারাল। এবং তার ফলে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় হারাতে চলেছে বিদেশি পড়ুয়া এবং এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিদেশি গবেষকদের নিয়ে আসার শংসাপত্র। এতটা লেখার পরেও মনে হচ্ছে না যে যথেষ্ট বলা হয়েছে। আমেরিকার অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় যেন হার্ভার্ডের উপরে এই নিষেধাজ্ঞাকে তাদের প্রতিও একটি সতর্কবার্তা বলে গ্রহণ করে। এই বার্তা অশনিসংকেতের নিমিত্ত মাত্র। এই বার্তার পিছনে যাঁর কণ্ঠস্বর ও পরাক্রম বিরাজ করছে, তিনি যে স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, এ-কথা জেনেও কিন্তু কেঁপে ওঠেনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব ও প্রতিপত্তি। মুহূর্তে প্রতিবাদ করেছেন হার্ভার্ডের প্রেসিডেন্ট অ্যালান এম. গার্বার প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তকে তাল ঠুকে 'বেআইনি' এবং 'অপ্রয়োজনীয়' বলে। ট্রাম্প প্রশাসন যতই চেষ্টা চালাক, গণতন্ত্রবিরোধী নিষেধাজ্ঞা আনতে পারবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছে, বিদেশি ছাত্রছাত্রীদের পাশে হার্ভার্ড কর্তৃপক্ষ সবসময় থাকবে, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন।

শব্দবাণ-২৯৬

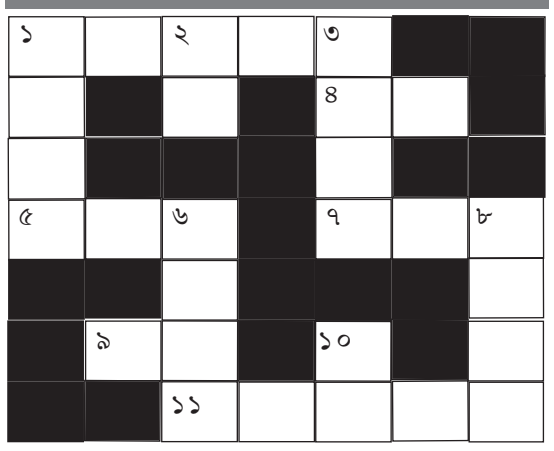

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. স্ত্রীলোকদের অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখার রীতি ৪. কাঠের চিরুনি ৫. ঝঙ্কার ৭. ভারতের প্রাচীন বন্যজাতিবিশেষ ৯. বৃষ্টি ১১. বহু, অগণিত।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. মাপ ২. মাছের কাটা অংশ ৩. অবস্থান ৬. শিব, মহাদেব ৮. মল্লযুদ্ধ ১০. সতিন-সম্পর্কিত।

সমাধান: শব্দবাণ-২৯৫

পাশাপাশি: ১. কাঁধেনেওয়া ৩. আরজি ৫. নকুলে ৭. লালন ৮. রতন ১০. কাঠিদেওয়া।

উপর-নীচ: ১. কাঁধার ২. ওখানকার ৩. আচালা ৪. জিয়নকাঠি ৬. লেখন ৯. তনয়া।

জন্মদিন

আজকের দিন

শিল্পা শেঠি

১৯২৭ *বিশিষ্ট দার্শনিক স্বামী পার্থসারথির জন্মদিন।*
১৯৫৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ডিম্পল কাপাডিয়ার জন্মদিন।*
১৯৭৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শিল্পা শেঠির জন্মদিন।*

মোদীর নেতৃত্বেই প্রযুক্তি, দক্ষতা এবং সংকল্পে দেশ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল

সর্বোচ্চ রেলসেতু আইফেল টাওয়ারের উচ্চতাও ছাড়াল

প্রদীপ মারিক

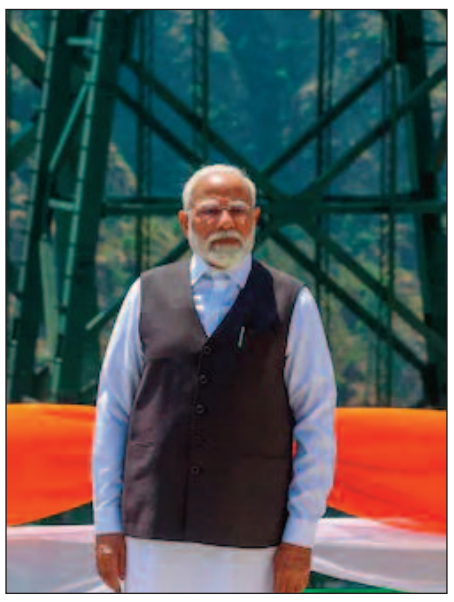

বিশ্বের সেরা নেতা নরেন্দ্র মোদি কেবল মাত্র ভারতবাসীর কথা ভাবেন না সারা বিশ্বের কথা ভাবেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের 'ভবিষ্যতের লক্ষ্যে শীর্ষ সম্মেলন'-এর মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'বিশ্বের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনাকালে মানবকেন্দ্রিক উদ্যোগ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে সর্বপ্রথম গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন'। ২০২৩ সালের ডিজিটাল ব্যক্তিগত ডেটা সুরক্ষা আইন, সাধারণত ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন আইন (ঙ্গঞ্চঙ্গঞ্চ) আইন হিসাবে পরিচিত এটি ভারতের ডেটা গোপনীয়তা আইন। এটি ব্যক্তিদের অধিকার এবং ডেটা প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতির একটি সূক্ষ্ম মিশ্রণ। ৩ রা জানুয়ারী, ২০২৫-এ, ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন আইন (ঙ্গঞ্চঙ্গঞ্চ) নিয়মগুলিও প্রকাশ করেছে যাতে সম্মতির জন্য অপারেশনাল কাঠামোর বিশদ বিবরণ রয়েছে। জম্মু কাশ্মীরের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নতুন জম্মু রেলওয়ে বিভাগের উদ্বোধন করলেন, যা এই অঞ্চলের রেল পরিকাঠামোতে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত হল। জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূলধারার সাথে একত্রিত করার ক্ষেত্রে এই নতুন রেলওয়ে বিভাগের উদ্বোধন তাই তাৎপর্য পূর্ণ হয়ে উঠলো। আঞ্চলিক উন্নয়নের প্রতি সরকারের প্রতিশ্রুতির পুনর্নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের বৃদ্ধির গতিপথের সাথে সংযুক্ত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হয়ে উঠবে। নতুন জম্মু রেলওয়ে বিভাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ জংশনে পরিণত হতে চলেছে, যা এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে যাত্রী ও মালবাহী ট্রেন চলাচল বৃদ্ধি পাবে। বন্দে ভারত ট্রেনের প্রবর্তন এবং সংগালদানের মতো ছোট স্টেশনগুলির মাধ্যমে সংযোগ বাড়ানো, আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে রূপান্তরিত করবে এই বিভাগ। রেলের পরিকাঠামো উন্নতির জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রয়াস কে প্রশংসা করেছেন জম্মু কাশ্মীরের জনগণ। ৭৪২.১ কিলোমিটার দীর্ঘ জম্মু রেলওয়ে বিভাগ পাঠানকোট, জম্মু, উধমপুর, শ্রীনগর এবং বারামুল্লা'র পাশাপাশি ভোগপুর সিরওয়াল-পাঠানকোট, বাটালা-পাঠানকোট এবং পাঠানকোট-জোগিন্দর নগর নিয়ে গঠিত হয়েছে। ১৯৭২ সালে জম্মু রেলওয়ে স্টেশনে এসেছিল প্রথম ট্রেন কিন্তু তার পরে ৫০ বছর ধরে কোনও অগ্রগতি হয়নি, প্রশাসনিক অদক্ষতা, রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব দেখিয়ে তদানিন্তন কংগ্রেস সরকার কাশ্মীরকে ভারতের বাকি অংশের সাথে রেল যোগাযোগের মাধ্যমে একত্রিত করার আশানুরূপ সদিচ্ছা দেখায় নি। নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর ৫০ বছরের ব্যবধানে জম্মু কাশ্মীরে রেলের সম্প্রসারণ কাজ পুনরায় শুরু করেন যা অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ২০২৩-২৫ সালে ক্যাপেক্সের পরিপূরক হিসাবে ৩,২৬০ কোটি রুপি নেট রাজস্ব তৈরি রেল মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তিত উল্লেখিত হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরের সঙ্গে যোগাযোগ একেবারে হাতের তালুর মধ্যে চলে এল। ভূস্বর্গে পৌঁছাতে এতদিন জম্মু থেকে সড়কপথে অথবা বিমানে শ্রীনগর যাওয়াই ছিল দস্তুর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'বিকশিত ভারতের' হাত ধরে পৃথিবীর সর্বোচ্চ রেলসেতুর উদ্বোধন হল। যা ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের আইফেল টাওয়ারের থেকেও উঁচু। ভ্রমণার্থীদের জন্য আরও সুখবর চন্দ্রভাগা সেতু পুরোপুরি চালু হয়ে গেলে প্রায় মেঘের রাজ্য দিয়ে গড়গড়িয়ে ছুটে যাবে বন্দে ভারত ট্রেনও। ধনুকের মতো আকৃতির এই সেতু নদীর ১১৭৮ ফুট উঁচুতে। অর্থাৎ প্যারিসের আইফেল টাওয়ারের তুলনায় ৩৫ মিটার উঁচু। এই সেতু নির্মাণের সময় বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তাজনিত পরীক্ষা ও প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন উচ্চতার কারণে প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ সহ্যশক্তির পরীক্ষা, চরম তাপমাত্রার পরীক্ষা, ভূমিকম্প-রোধক ব্যবস্থা এবং চন্দ্রভাগার জলস্তর বৃদ্ধি পেলে ধস রোধের ব্যবস্থা। ঘণ্টায় ২৬০ কিমি গতিবেগের হাওয়া সহ্য করার ক্ষমতা রয়েছে এই সেতুর। জম্মু ও কাশ্মীরের রিয়াসি জেলার চন্দ্রভাগা নদীর উপর তৈরি হয়েছে ব্রিজ। এই ব্রিজটি বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ব্রিজ যেখান দিয়ে ট্রেন ছুটবে। পাশাপাশি শ্রীনগর থেকে বৈষ্ণোদেবী মন্দিরের যাওয়ার জন্য রেল স্টেশন কাটরা পর্যন্ত যাওয়ার বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী। ট্রেনটি বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু সেতুর উপর দিয়ে মাত্র তিন ঘণ্টায় পৌঁছবে। সড়ক পথে এরজন্য সময় লাগে প্রায় সাত ঘণ্টা। পহেলগামে জঙ্গি হামলার পর জম্মু ও কাশ্মীরে পা রাখলেন মোদি। ২০০৩ সালে বাজপেয়ী সরকার এই ব্রিজের অনুমোদন দেয়। মাঝে কাজ বন্ধ থাকলেও ২০২২ সালের আগস্টে ব্রিজের নির্মাণকাজ শেষ হয়। ব্রিজটি স্টিল ও কংক্রিট দিয়ে তৈরি। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ৮ থাকলেও ব্রিজের কোনও ক্ষতি হবে না। বড় বিস্ফোরণেও ক্ষতির সম্ভাবনা কম। সন্ত্রাসবাদী হামালায় ও এই ব্রিজের কোন ক্ষতি হবে না। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছাতেই কাশ্মীরকে রেলপথে যুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। উপত্যকার উধমপুর-বারামুলা-শ্রীনগর সংযোগকারী ২৭২ কিলোমিটার রাস্তা জুড়ে রেললাইন তৈরির কাজ সম্পূর্ণ করা গিয়েছে। চন্দ্রভাগা রেলসেতুর (চেনাব ব্রিজ) দৈর্ঘ্য ১.৩ কিলোমিটার। এই সেতু তৈরিতে খরচ হয়েছে ১৪০০ কোটি টাকা। চন্দ্রভাগা নদী থেকে এই সেতুর উচ্চতা ৩৫৯ মিটার (১১৭৭.৮২ ফুট)। ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার বেগে ট্রেন ছুটতে পারবে এই সেতুর উপর দিয়ে। রিখটার স্কেলে আট মাত্রার ভূমিকম্পও একে টলাতে পারবে না। এই সেতু ১২০ বছর পর্যন্ত টিকে থাকবে বলে দাবি নির্মাতাদের। গত ২২ এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার ঘটনায় ২৬ জনের মৃত্যু হয়। তার পর পাকিস্তানে প্রত্যাঘাত করে ভারত। গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় একাধিক পাক জঙ্গি ঘাঁটি। প্রত্যাঘাতের সেই অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছিল 'অপারেশন সিঁদুর'। এর পর টানা চার দিন ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে সংঘাত চলেছে। গত ১০ মে সংঘর্ষবিরতিতে সম্মত হয় দু'পক্ষ। পহেলগাঁও হামলা এবং 'সিঁদুর' অভিযান পরবর্তী সময়ে প্রধানমন্ত্রীর কাশ্মীর সফর তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। চেনাব সেতুর নির্মাণের প্রস্তাব ২০০২ সালে করা হয়েছিল, তবে অনুমোদন ২০০৩ সালে প্রদান করা হয়েছিল। সেতুর নকশা কোঙ্কণ রেলওয়ে, এফকনস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ও ডিআরডিও দ্বারা করা হয়েছিল, এবং ২০২২ সালের ১৩ই আগস্ট উদ্বোধন করা হয়েছিল। সেতুর খিলানের নির্মাণ কাজ ২০২১ সালে এপ্রিল মাসে শেষ হয়েছিল। সেতুতে রেল ট্র্যাক স্থাপনের কাজ ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শুরু ও মার্চ মাসে সম্পন্ন হয়েছিল, এবং এটির উপর একটি ট্রায়াল রান ২০২৩ সালের মার্চ মাসে পরিচালনা করা হয়েছিল। নান্দনিকতা, অর্থনীতি ও স্থানীয় দক্ষতা এবং নির্মাণ সামগ্রীর প্রাপ্যতা বিবেচনা করে চেনাব রেল সেতুটিকে একটি বৃহৎ পাটাতন বিশিষ্ট ইস্পাত নির্মিত একক খিলানের সেতু হিসাবে নকশা করা হয়েছিল, যার উভয় পাশে পার্শ্ব পাটাতন সংযুক্ত রয়েছে। সেতুর কৌরি প্রান্তের দিকে একটি সংযোগ সেতু রয়েছে। উত্তর রেলওয়ে কাশ্মীর উপত্যকার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে জম্মু ও বারামুল্লার কাছে উধমপুর শহরের মধ্যে ভারতীয় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরের জুড়ে একটি নতুন রেলপথ নির্মাণের অতিবৃহৎ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পটি ২০০২ সালে একটি জাতীয় প্রকল্প হিসাবে ঘোষিত হয়েছিল। এটি উত্তর রেলওয়ে দ্বারা পরিচালিত হয়। আইআইএসসি ব্যাঙ্গালোরের সহায়তায় ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম নির্মাণ গোষ্ঠী শাপুরজি পালোনজি গোষ্ঠীর একটি অংশ, এফকনস ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে নকশা ও নির্মাণ চুক্তি প্রদান করা হয়েছিল। কোঙ্কন রেলওয়ে কর্পোরেশন দ্বারা প্রধান নির্মাণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও) সেতুটির নকশা তৈরিতে সাহায্য করেছিল, বিশেষ ইস্পাত ব্যবহার করে সেতুকে বিস্ফোরণ-প্রতিরোধী করে তোলে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চন্দ্রভাগা (চেনাব) নদীর উপর নির্মিত বিশ্বের সর্বোচ্চ রেল সেতুর উদ্বোধন করলেন। এই ঐতিহাসিক সেতুটি জম্মু ও কাশ্মীরের উপত্যকাকে দেশের বাকি অংশের সঙ্গে রেলপথে সংযুক্ত করবে। ভারতের ইতিহাসে এদিনটি এক ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকল। উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী মোদী এই প্রকল্পটিকে দেশের প্রযুক্তির দক্ষতা এবং সংকল্পের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, এই সেতু কাশ্মীর উপত্যকার মানুষের জীবনযাত্রায় এক আমূল পরিবর্তন আনবে এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। ভারতীয় জনতা পার্টির যাদবপুর মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা, দক্ষিণ পূর্ব রেলের শিয়ালদহ শাখার রেল উন্নয়নের সদস্য, দক্ষিণ ২৪ পরগনার আর এস এসের হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, রাষ্ট্রীয় জনশক্তি মঞ্চ, সনাতনী সেবক সংঘের কার্যকরী দায়িত্ব প্রাপ্ত সদস্য মহুয়া উপাধ্যায় পাল মনে করেন, ১৪০ কোটি ভারতবাসীর উন্নতির কথা ভাবেন একমাত্র মোদি'র নেতৃত্বে এনডিএ সরকার। বিগত এক দশকে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে রেলের পরিকাঠামোর উন্নতি করে মোদি, 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' ত্বরান্বিত করেছেন। মোদি হলেন বিশ্ববরেণ্য সেই শীর্ষ নেতা, যিনি প্রত্যেকটি ভারতবাসীর জন্য যা বলেন সেই কাজ'ই করে দেখান।

বিশ টাকার নোটে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়ানোর সংকেত ইউনূসের, সজাগ থাকুক ভারতবর্ষ

শুভজিৎ বসাক

মহম্মদ ইউনূস যে সুবিধার মানুষ নন, সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে সবার কাছেই। বাংলাদেশের সরকার পরিচালিত হচ্ছে দুষ্কৃতীদের দ্বারা আর ইউনূস তার উপদেষ্টা! সম্প্রতি বাংলাদেশের নতুন নোটের ছবি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে কুড়ি টাকার নোটটি একটা প্রবল সাংকেতিক বার্তা রেখে যাচ্ছে। তাতে আছে দিনাজপুরের রংপুরে অবস্থিত গোবিন্দজিউয়ের মন্দিরের ছবি। অবাক করা কথা হল আজকের বিস্তীর্ণ কলকাতা, ইংরেজদের ভারতে আধিপত্য বিস্তারের সাথে এই মন্দিরের নিবিড় সম্পর্ক আছে- যাকে সাংকেতিক পরিসরে ব্যবহার করেছেন নোবেলজয়ী ইউনূস।

একটু ফেরা যাক তৎকালীন কলকাতার রূপরেখার দিকে যে কলকাতাকে গড়ে তুলেছিলেন শেঠ-বসাক সম্প্রদায়- একথা ইতিহাসের দলিলে আছে। ইতিহাসবিদদের মতে, আদি কলকাতায় বাঙালির উচ্চবর্গ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রায় ছিল না বললেই চলে তবে অনেকটা পরে মূলত ইংরেজের অধীনে চাকরি করতে তারা কলকাতায় ভিড় জমায়। আদি কলকাতা যাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি সেই সবকটি বাঙালিবর্গই কলকাতার ইতিহাস রচনার সময় খানিকটা প্রান্তিক হয়ে গিয়েছেন যাদের মধ্যে এই শেঠ-বসাক সম্প্রদায় অন্যতম। আনুমানিক ১৫৩৭ সালে সপ্তগ্রাম থেকে পেশায় তন্তুবণিক মুকুন্দরাম শেঠ এবং তাঁর সঙ্গে আরও তন্তুবণিক কালীদাস বসাক, বাসুদেব বসাক ও করুণাময় বসাক তৎকালীন ' কালীক্ষেত্র ' নামে পরিচিত কলকাতায় এসে বন কেটে বসতি গড়ে তোলেন। শ্রেষ্ঠ অর্থে বণিক, সেখান থেকে শেঠ। বসাক এসেছে বসু বা বসুক থেকে যার অর্থ ধন দানকারী।

এঁরা মূলতঃ বৈষ্ণবভক্ত ছিলেন এবং এই শেঠ পরিবারের কুলদেবতা গোবিন্দজিউয়ের নামেই এই স্থানের নাম হয় গোবিন্দপুর। এছাড়াও যে সুগন্ধী গোবিন্দভোগ চাল বাঙালির প্রিয়, সেটিও এই শেঠদের গোবিন্দজিউকে ভোগ দেওয়ার জন্য তাঁদের তত্বাবধায়ক আবাদে বিশেষভাবে তৈরি করা হত, সেখান থেকেই এই নাম এসেছে। শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালে মুকুন্দরামের পুত্র লালমোহন শেঠ বর্তমান লালদীঘি খনন করে প্রাপ্ত মাটি দিয়ে তৈরি ইটে লালদীঘির পশ্চিমে নিজের ভদ্রাসন নির্মাণ করেন যার সংলগ্ন ১১০ বিঘার একটি সুন্দর বাগানে ইংরেজরা কলকাতায় আসার পরে সান্ধ্যভ্রমণ করত যা সেযুগের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বা নন্দন চত্বর ছিল। লালমোহন এই অঞ্চলে একটা বাজারও স্থাপন করেন যা আজ লালবাজার নামে আজ পরিচিত। এছাড়া দোলযাত্রার সময়ে লালদীঘির দু'দিকে দুটো দোলমঞ্চ স্থাপন করতেন তাঁরা যার দক্ষিণের দোলমঞ্চে গোবিন্দজিউ আর উত্তরের দোলমঞ্চে রাধারাণী অধিষ্ঠিত হতেন। আর সেই উৎসব উপলক্ষ্যে আবির বিক্রির জন্য যে বাজার বসত, সেটার নাম ছিল রাধাবাজার।

প্রথমে বরাহনগরের তাঁতিদের থেকে তাদের তৈরি বাপ্তা নামে একরকম মোটা মসলিন কিনে সেটা পর্তুগিজ বণিকদের বিক্রি করতেন শেঠ বসাকরা। এছাড়া সুতোর নুটি উৎপাদিত হত বলে পরবর্তীকালে সুতানুটি অঞ্চলটি বেড়ে ওঠে আর গোবিন্দপুরের এক ক্রোশ উত্তরে হাটখোলায় এই সুতোর নুটি কেনাবেচা হত। মধ্যযুগে বাংলা ছিল পৃথিবীর তাঁতঘর এবং এই সময় আজকের গার্ডেনরিচে পর্তুগিজ বাণিজ্য জাহাজগুলো নোঙর ফেলত। শেঠ বসাকদের বস্ত্রবয়ন শিল্প সেযুগে বাঙালির বাণিজ্যের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ছিল এবং মূলত পর্তুগিজ ও আর্মেনিয়ানরা বাকি পৃথিবীর সঙ্গে এই প্রসিদ্ধ পণ্যের সংযোগ রক্ষা করে যার টানে ইংরেজরা এই দেশে আসে। বাঙালির গোবিন্দপুর সুতানুটির সমৃদ্ধি একটা ছোট হিসাব থেকে বোঝা যাবে যেখানে সুতানুটির কুঠি থেকে ১৬৯৯-১৭০০ সালে ইংরেজ কোম্পানি প্রায় মোট ২০০০০০ পাউন্ড মূল্যের দ্রব্য রপ্তানি করেছিল। শুধু তাই নয়, ইংরেজরা যখন গোবিন্দপুর অঞ্চলে গড় বানাতে শুরু করে সেই সময় গোবিন্দপুর অঞ্চলটা খালি করানো হয় যা আজকের কলকাতা ময়দান হিসাবে পরিচিত এবং এই সময়ে শেঠ ও বসাকরা ইংরেজদের মাত্র এক টাকা সুদে ধার দেওয়ার ব্যবসা শুরু করে। অতএব একথা প্রমাণিত যে ইংরেজরা যে সুতানুটি গোবিন্দপুর কলকাতার সমৃদ্ধিতে আকৃষ্ট হয়ে ভারতে এসেছিল ইতিহাসের সাক্ষ্যপ্রমাণের ওপর নির্ভর করে বাঙালি তন্তুবণিক শেঠ-বসাকদের নির্দ্বিধায় ও নিশ্চিন্তে আধুনিক ' কলকাতার নগর সভ্যতার স্রষ্টা ' বলা যায়। জব চার্ণক মোটেই কলকাতার পত্তনকারী নন।

মহম্মদ ইউনূসের সদ্য চালু করা টাকার নোটে যে কান্তজিউয়ের মন্দির সেটিও কৃষ্ণের মন্দির যা দিনাজপুরের রংপুরে অবস্থিত। আসলেই কি মহম্মদ ইউনূস এতটা উদারতা দেখালেন যে সম্প্রীতি বোঝাতে টাকায় জিউয়ের মন্দির ছাপালেন, যেখানে প্রতিদিন বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর আক্রমণে মৌনতা বজায় রেখে চলেছেন বাকি সরকার সহকারী জঙ্গিদের না চটানোর জন্য! এই প্রসঙ্গে বলতেই হয় যে বারংবার কলকাতা দখলের কথা বাংলাদেশের কট্টর মৌলবাদীদের মুখে শোনা গিয়েছে আর আশ্চর্যজনকভাবে কলকাতার আদিতে যে জিউয়ের সাথে নিবিড় সম্পর্ক আছে তাকে তিনি সংকেতে প্রকাশ করলেন আখেরেই তার সাথে সম্পর্ক আছে- আদি কলকাতার অলিগলি জুড়ে ছড়িয়ে আছে যা এক ইতিহাস সমৃদ্ধ প্রামাণ্য দলিল। অপরাধীরা অপরাধপ্রবণতা বেশিক্ষণ পেটে চেপে রাখতে পারে না, ইউনূসও পারেননি, পারেনি তার দোসর সংগঠনের সহকারীরাও। প্রকাশ্য সম্প্রীতির আড়ালে আসলে কলকাতা দখল করতে না পারুক আদি কলকাতার বিস্তীর্ণ স্পর্শকাতর অঞ্চল জুড়ে দাঙ্গা ছড়াতে পিছুপা যে হবে না সেটা এই সংকেতে স্পষ্ট। এই বিষয়টিকে মোটেই সহজে এড়িয়ে গেলে চলবে না, যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটি সাংকেতিক বার্তা হতে পারে এটি।

এইমুহূর্তে ভারতীয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক, রাজ্যের প্রশাসনিক শীর্ষ কর্তাদের একযোগে কড়া পদক্ষেপে কাজ করতে হবে, নিজেদের মধ্যে লড়াই করা মানেই ইউনূসের বুদ্ধিকে মদত দেওয়ার সমান। এতে পাক সহকারীদেরও সুবিধা হতে পারে। আসলে মহম্মদ ইউনূস শিক্ষিত শয়তান না! তাই ভালো মানুষের আড়ালে সংকেত ছড়িয়ে দিয়েছেন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভঙ্গিতে। আজ সত্যিই বাঙালি, বাংলা ভীষণ লজ্জিত এমন একটি স্বার্থান্বেষী মানুষ নোবেল জয়ী হয়ে রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন যাঁর কুটিল রাজনৈতিক স্পৃহার কারণে আখেরে ক্ষতি হচ্ছে সমগ্র বাঙালি জাতির, ভারতবাসীর আর বাংলাদেশের হিতাকাঙ্খীদের।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বাংলার বাড়ি প্রকল্পের সার্ভেতে গিয়ে আক্রান্ত পঞ্চায়েত কর্মী, অধরা অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাসন্তী: বাংলার বাড়ি প্রকল্পের সার্ভের কাজে গিয়ে আক্রান্ত হলেন এক পঞ্চায়েত কর্মী। বাসন্তী ব্লকের জ্যোতিষপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সহায়ক বিপ্লব মণ্ডল আক্রান্ত হয়েছেন। ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চাতরাখালি গ্রামে সার্ভের কাজে গিয়েছিলেন তিনি। গত বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে। অভিযোগ, স্থানীয় এক ব্যক্তি আচমকা বিপ্লববাবুর পর চড়াও হয়ে তাঁকে কিল, চড় ঘুষি মারতে থাকেন। অন্যান্যদের সহযোগিতায় উদ্ধার হন ওই পঞ্চায়েত সহায়ক। এ বিষয়ে বৃহস্পতিবার বাসন্তী বিডিও অফিসে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। অভিযোগ খতিয়ে দেখে অভিযুক্ত ব্যক্তির শাস্তির দাবিতে বাসন্তী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বিডিও সঞ্জীব সরকার।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, গত বৃহস্পতিবার স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে বিপ্লব গিয়েছিলেন বাংলার বাড়ি প্রকল্পের দ্বিতীয় কিস্তির কাজের জিও ট্যাগিং করতে। অভিযোগ, যখন তিনি সেই কাজ করছিলেন, তখন স্থানীয় এক ব্যক্তি আচমকা তাঁর ওপর চড়াও হয়ে মারধর করেন। ঘটনায় যথেষ্ট আতঙ্কিত বিপ্লববাবু। লিখিত ভাবে ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আর কাজ করতে চাইছেন না বলেও জানিয়েছেন বিডিওকে। যদিও এ বিষয়ে বিপ্লববাবু সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হননি। বার বার ফোন করেও উত্তর মেলেনি।

বিডিও বলেন, 'আমাদের এক কর্মীকে মারধর করা হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা বাসন্তী থানার পুলিশকে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। পুলিশ তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিকে যাতে গ্রেপ্তার করে সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' যদিও ঘটনার পর দু'দিন কেটে গেলেও শনিবার দুপুর পর্যন্ত এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকেই গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।

বিজেপির অভিযোগ, অভিযুক্ত শাসক দলের হওয়ার কারণেই পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। বাসন্তীর বিজেপি নেতা বিকাশ সর্দার বলেন, 'সরকারি কর্মীদের গায়ে হাত দেওয়ার সাহস শাসক দলের কর্মী ছাড়া কারও নেই। চাতরাখালিতেও তাঁরাই আক্রমণ করেছেন ওই সরকারি কর্মীকে। শাসক দলের কর্মী বলেই পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না।' যদিও এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল। তিনি বলেন, 'কর্তব্যরত অবস্থায় সরকারি কর্মীদের গায়ে কেউ হাত দিয়ে থাকলে সে অন্যায় করেছে। অভিযুক্ত যে দলেরই হোক না কেন পুলিশকে বলব দোষ করলে আইনত ব্যবস্থা নিতে।'

- **'সরকারি কর্মীদের গায়ে হাত দেওয়ার সাহস শাসক দলের কর্মী ছাড়া কারও নেই। চাতরাখালিতেও তাঁরাই আক্রমণ করেছেন ওই সরকারি কর্মীকে। শাসক দলের কর্মী বলেই পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না।'---বিকাশ সর্দার, বাসন্তীর বিজেপি নেতা**
- **'কর্তব্যরত অবস্থায় সরকারি কর্মীদের গায়ে কেউ হাত দিয়ে থাকলে সে অন্যায় করেছে। অভিযুক্ত যে দলেরই হোক না কেন পুলিশকে বলব দোষ করলে আইনত ব্যবস্থা নিতে।'--- শ্যামল মণ্ডল, বাসন্তীর বিধায়ক**

নিখোঁজ অনুব্রতর হিটলার!

নিজস্ব প্রতিবেদন, বোলপুর: শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজের যে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দেখিয়ে অনুব্রত মণ্ডল ক'দিন পুলিশি হাজিরা এড়িয়েছেন, তাতে সই রয়েছে এইচ চৌধুরীর। তিনি ওই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আরএমও। তিনি এবং বীরভূম জেলার রামপুরহাট ১ ব্লকের বিএমওএইচ হিটলার চৌধুরী একই ব্যক্তি কিনা, তার নিশ্চিত প্রমাণ শনিবারও মিলল না।

তিনি এসেছেন, হাজিরা খাতায় সই করেছেন, এরপরে চলে গিয়েছেন; এমনই চলেছে গত ক'দিন ধরে। তাই প্রশ্নটা থেকেই গিয়েছে, তিনি কি 'নন, প্র্যাকটিসিং' প্রশাসনিক ক্যাডার হিসেবে কর্মরত একজন সরকারি স্বাস্থ্য আধিকারিক, অন্যত্রও কর্মরত? সূত্রের খবর, তাঁর সরকারি গাড়ি ঠায় দাঁড়িয়ে আছে রামপুরহাট চকমগুলা পাড়ার বিএমওএইচ অফিসে। তিনি কি ভিজিটে গিয়েছেন? এ কথা জানতে চাইলে তাঁর অফিসের সবাই মুখে কুলুপ এঁটেছেন। এদিকে তাঁর গ্রামের বাড়ি জবুনি এলাকায় গিয়ে দেখা গিয়েছে তালা ঝুলছে।

রামপুরহাট রেলপাড়ে তাঁর ফ্ল্যাটেও তালা। তা হলে হিটলার গেলেন কোথায়? রামপুরহাট জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক শোভন দের সংক্ষিপ্ত উত্তর, 'আমি বিষয়টি ওপরমহলে জানিয়েছি। যেমন নির্দেশ আসবে, তেমন পদক্ষেপ করব। এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারব না।'

সেনা অভিযান 'নাটক', তৃণমূল বিধায়কের মন্তব্যে ক্ষুব্ধ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার পালটা অভিযানে 'অপারেশন সিঁদুর' সফল ভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর গোটা দেশে যখন বাহিনীকে সম্মান জানানো হচ্ছে, তখন বিতর্কে জড়ালেন তৃণমূল কংগ্রেসের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি তথা পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তাঁর এক বক্তব্যে 'অপারেশন সিঁদুর'কে 'নাটক' বলে কটাক্ষ করায় শনিবার বিজেপি পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছে। বিতর্ক ছড়িয়ে পড়তেই নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে ভোল পালটান বিধায়ক।

সম্প্রতি, দুর্গাপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লকস্তরের এক কর্মিসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, 'বিজেপি সরকার যুদ্ধ যুদ্ধ খেলছে, সবটাই নাটক। পাকিস্তানের সঙ্গে ফিটিং করে এই অপারেশন সাজানো হয়েছে।' তিনি আরও দাবি করেন, পহেলগাঁওয়ের ঘটনার আগে নিরাপত্তা বলয় তুলে নেওয়া হয়েছিল। এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। শনিবার বিজেপির দুর্গাপুর সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক অভিজিৎ দত্ত আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেটের এসিপি (পূর্ব)-র কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল বিধায়ক দেশের সেনাবাহিনীকে অপমান করেছেন। এটা দেশদ্রোহিতার সামিল।

বিধায়কের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে বিজেপি নেতা ও প্রাক্তন বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি কটাক্ষ করেন, 'অর্ধশিক্ষিতদের রাজনীতিতে জায়গা দিলে তারা কী বলা উচিত বুঝতে পারে না। পাকিস্তানের প্রতি এতই টান থাকলে ওখানে গিয়ে থাকুন।'

অন্যদিকে বিতর্ক ঘনিয়ে ওঠায় নিজের মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, 'আমার বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে। আমি দেশের সেনাবাহিনীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু সেই কৃতিত্বকে কেউ রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে, তারই বিরোধিতা করেছি।'

আম পাড়ার 'অপরাধে' কিশোরকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: এবার হুগলির কোন্নগরে অন্যের বাড়ির গাছে আম পাড়ার 'অপরাধে' এক কিশোরকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল। ওই কিশোরের চোখে গুরুতর আঘাত লাগে। যদিও অভিযুক্ত পরিবারের দাবি, কোনও মারধরের ঘটনা ঘটেনি। তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে। শনিবার ওই কিশোরকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

অভিযোগ, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কোন্নগরের মাস্টারপাড়ায় একটি বাড়িতে আম পাড়তে ঢোকে দুই কিশোর। অভিযোগ, ওই বাড়ির লোকজন তাঁদের দেখে ফেলেন। হইচই শুরু হতেই একজন পালিয়ে যায়, তবে দ্বিতীয় জন ধরা পড়ে যায়। অভিযোগ, এরপরই ১৪ বছর বয়সি ওই কিশোরকে বেধড়ক মারধর করা হয়। মেরে রাস্তার ধারে ফেলে রাখা হয়। সেখান থেকেই ওই কিশোরকে উদ্ধার করেন পথযাত্রীরা। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে, তারা উদ্ধার করে কিশোরকে পরিবারের হাতে তুলে দেয়।

সেই রাতেই স্থানীয় হাসপাতাল থেকে শ্রীরামপুর ওয়ালশ হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হয়। পরে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয় কিশোরকে। সেখানে চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছেন পরিবারের লোকজন। তবে শুক্রবার থেকে আবার চোখে যন্ত্রণা শুরু হয় ওই কিশোরের। শনিবার কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিশোরের পরিবারের অভিযোগ, যে বাড়িতে আম পাড়তে গিয়েছিল, সেই বাড়ির লোকজনই তাকে মারধর করে।

ওই কিশোরের মায়ের কথায়, 'আমার ছেলে আম পাড়তে গিয়েছিল। সঙ্গে আরেক জন ছিল। আমার ছেলে গাছে উঠেছিল, আর একজন নীচে দাঁড়িয়েছিল। নীচের বাচ্চাটা পালাতে পারলেও, আমার ছেলেটা পালাতে পারেনি। ওকে এমন পিটিয়েছে, ছেলেটার জীবনটাই মনে হচ্ছে শেষ হয়ে যাবে। যদি অন্যায় করত, আমাদের এসে বলতে পারত। এ ভাবে মারে কাউকে? আমরা পুলিশকেও অভিযোগ জানিয়েছি।'

যদিও অভিযুক্ত পরিবারের এক সদস্য বলেন, 'পুলিশ আমাদের সকলের ছবি তুলে নিয়ে গিয়ে ওই ছেলেকে দেখিয়েছে। জানতে চেয়েছে এরা কেউ মেরেছে কিনা। ও না বলেছে। আর আমাদের বাগানে মারধর হলে তো আমরা জানতে পারব। কিছুই হয়নি। আমরা শুধু জানি, রাত সাড়ে সাতটা-আটটা নাগাদ একটা ছেলে পালিয়ে গেল। পরে শুনি, এই ঘটনা। পুলিশও এসেছিল। আমরা কিছু জানিই না। আমরা এই ঘটনায় জড়িত নই।'

কাঁকসায় বকরি ইদ পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: প্রতি বছরের মতো এবছরও কাঁকসায় মহা ধুমধামে পালিত হয় বকরি ইদ। এবছরও সকালে নিয়ম মেনেই কাঁকসার দানবাবা মাজারে ইদের নমাজ পড়েন কাঁকসা সহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা ইসলাম ধর্মের মানুষরা। এদিন এলাকায় যাতে কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তাই আগে থেকেই গোটা এলাকায় ছিল কাঁকসা থানার পুলিশের কড়া নজরদারি। দানবাবা সেবা কমিটির সদস্য পিরু খান জানিয়েছেন, প্রতি বছরের মতো এবছরও শান্তিপূর্ণ ভাবেই ইদের নমাজ হয়েছে। কাঁকসা থানার পুলিশ প্রশাসন তাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। রীতি মেনেই সেখানে সকলেই নমাজ পড়েন। এরপর রীতি মেনেই তাঁরা সকলে উৎসবে সামিল হন।

নতুন রাস্তার শিলান্যাস করলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: শনিবার দক্ষিণখণ্ড মোড় থেকে মধুসূদনপুর কোলিয়ারি পর্যন্ত নতুন পিচ রাস্তা তৈরির কাজের সূচনা হল। শিলান্যাস করলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বনাথ বাউরি। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি বিষ্ণুদেও নুনিয়া, দক্ষিণখণ্ড পঞ্চায়েতের প্রধান অনন্ত ঘোষ সহ অন্যরা। এই পিচ রাস্তাটি তৈরি হবে জেলা পরিষদের আর্থিক অনুদানে।

পঞ্চায়েত প্রধান অনন্তবাবু জানান, মধুসূদনপুর কোলিয়ারির ৫/৬ নম্বর পিট থেকে রাস্তাটি এসে মিশেছে দক্ষিণখণ্ড মোড়ে অণ্ডাল-উখড়া রাস্তার সঙ্গে। সহ-সভাপতি বিষ্ণুদেও নুনিয়া বলেন, বর্তমানে এখানে যে রাস্তাটি রয়েছে সেটি ব্রিটিশ আমলের তৈরি। পরবর্তীকালে এটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল খনি সংস্থার। কয়লাখনি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে অবহেলায় রাস্তাটি নষ্ট হয়েছে। তাই সেটি নতুন করে তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শনিবার সেই কাজের সূচনা হল বলে জানান তিনি।

তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে জমি বিক্রির টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও বার্তা দিয়ে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: জমি বিক্রির টাকা না পেয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা এক ব্যক্তির। মৃত ব্যক্তির নাম কিশোর সরকার। বাড়ি নদিয়ার করিমপুর থানার রামকৃষ্ণপিল্লতে। জমি বিক্রির টাকা না পেয়ে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা করার আগে একটি ভিডিও বার্তা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন তিনি। আর সেই ভিডিও বার্তায় বেশ কয়েকজন তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ করেন কিশোরবাবু। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরেই একটি মাঠের মধ্যে তিনি কীটনাশক খান। সেখান থেকে উদ্ধার করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া করিমপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে স্থানান্তরিত করা হয় তেহট্ট মহকুমা হাসপাতালে। তেহট্ট মহকুমা হাসপাতাল থেকে আবার স্থানান্তরিত করা হয় বহরমপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন শনিবার তাঁর মৃত্যু হয়।

পরিবার সূত্রে খবর, মৃত কিশোর সরকার হৃদরোগজনিত কারণে কোনও রকম কাজ করতে পারতেন না। সুস্থ অবস্থায় তিনি স্বর্ণালঙ্কারের কাজ করতেন। অভাব অনটনে বাড়ি লাগোয়া তাঁর একটি জমি বিক্রির সিদ্ধান্ত নেন। সম্পূর্ণ টাকা হাতে না পেয়েই বিশ্বাস করে জমি রেজিস্ট্রি করে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু অভিযোগ, জমি বিক্রির কিছু টাকা আত্মসাৎ করে নিয়েছেন বেশ কয়েকজন। এ বিষয়টি জানাজানি হলে কিশোর সরকারকে প্রাণে মারার হুমকিও দেওয়া হয়। তাঁর পাওনা টাকা না পেয়ে একটি ভিডিও বার্তা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তিনি আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেন। যদিও কিশোরবাবুর এই টাকা যাঁরা আত্মসাৎ করেছেন, তাঁরা সাংসদ মহুয়া মৈত্রের অনুগামী স্থানীয় তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত। কিশোর সরকার নিজেও তৃণমূল কর্মী বলে জানান।

একই সঙ্গে তাঁর পরিবার যাতে সুরক্ষিত থাকে, সেই বার্তাটিও তিনি দিয়ে গিয়েছেন। যদিও এ বিষয়ে কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) উত্তম ঘোষ জানান, 'ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে শনিবাক সকালে, এটা খবর পেয়েছি। তবে পরিবারের পক্ষ থেকে এখনো পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। পরিবার যদি অভিযোগ জানায় তারপর পুলিশ আইনত ব্যবস্থা নেবে।'

ইদ পালন বর্ধমানে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: শনিবার ছিল বকরি ইদ। ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষদের কাছে পবিত্র একটি দিন। এই ইদ উৎসবকে ত্যাগের উৎসব বলা হয়। এদিন নাদনঘাট থানার নসরতপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ধোবা গোয়ালপাড়া জামে মসজিদের ইদগাহ ময়দানে নমাজে অংশ নেন এলাকার ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষরা। নমাজ শেষে একে অপরকে আলিঙ্গন করে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। মসজিদের ইমাম সকলের জন্য সুখ শান্তির প্রার্থনা করেন। বিশ্বশান্তির বার্তা দেন। নমাজ শেষে মসজিদের ইমাম হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখার কথা বলেন। সম্প্রীতি রক্ষার কথা বলেন। সকলের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখার কথা বলেন।

অন্যদিকে কালনায় বকরি ইদ উপলক্ষে শনিবার সকালে দাতনকাটিতলা মসজিদে নমাজ পড়েন কয়েক হাজার ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ। এদিন উপস্থিত ছিলেন কালনার বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগ, কালনার উপ পুরপতি তপন পোড়েল, কাউন্সিলর অনিল বসু সহ বিশিষ্টজনরা। শতাব্দি প্রাচীন এই মসজিদে প্রত্যেক বছরই নমাজ পড়তে বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ আসেন। নমাজের শেষে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংবর্ধনা জানানো হয়।

গঙ্গায় তলিয়ে নিখোঁজ চুঁচুড়ার স্থানীয় দক্ষ সাঁতারু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: এলাকায় দক্ষ সাঁতারু হিসেবে তাঁর সুনামও রয়েছে। কিন্তু এবার নিজেই তলিয়ে গেলেন গঙ্গায়। অতীতে গঙ্গায় ডুবে যাওয়া বা ডুবতে থাকা অনেক মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছেন। চুঁচুড়া বড়বাজারের বাসিন্দা সুরেন্দ্র সাহানি প্রতিদিন এলাকার মাঠে দৌড়তে যান ও দৌড় শেষ করে পুরনো লঞ্চঘাটে সাঁতার কেটে স্নান করেন। শনিবারও সেই নিয়মের পরিবর্তন ঘটেনি। শনিবার স্থানীয় মাঠে দৌড়ে গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে নামেন সুরেন্দ্র। সকাল ৯টা নাগাদ আচমকাই তিনি তলিয়ে যান। স্থানীয়রাই প্রথমে তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন। খবর দেওয়া হয় চুঁচুড়া থানায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছেয় ডুবুরি ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীও। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তাঁকে উদ্ধার করা যায়নি।

সুরেন্দ্রবাবু তলিয়ে যেতে পারেন, তা বিশ্বাসই করতে পারছেন না এলাকার লোকজন। সপ্তগ্রামের তৃণমূল বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত বলেন, 'খুবই দুঃখজনক ঘটনা। আমার মনে হয় ও জলেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। ওর হাইপ্রেসার ছিল।' অন্যদিকে, চুঁচুড়ার তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, 'এটা নিয়তি। যাঁরা সাঁতার জানেন, লোককে বাঁচান, তাঁরাই যদি জলে তলিয়ে যান, তা নিয়তি ছাড়া আর কী? ওঁকে যতক্ষণ না পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ সঠিক ভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়।' চুঁচুড়া ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মিতা চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আগামী নভেম্বর মাসে সুরেন্দ্রর মেয়ের বিয়ে হওয়ার কথা। গতকাল তিনি লজও বুক করেছেন। কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল!'

১৩ বছরেই দেশ-বিদেশে চারশোরও বেশি প্রথম পুরস্কার নৃত্যশিল্পী হিরণের

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: বৈকল্পিক চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে চক্ষু নিরাময় করে ১৩ বছর বয়সে নৃত্যশিল্পী হিসেবে দেশ ও বিদেশ মিলিয়ে প্রায় চারশোরও বেশি প্রথম পুরস্কার অর্জন করে রেকর্ড তৈরি করল অশোকনগরের প্রতিভাবান কিশোর হিরণ চক্রবর্তী।

শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি যে এক-দু' ধরনের নয় প্রায় ১২ ধরনের নৃত্য শৈলীতে পারদর্শী এই কিশোর। ইতিমধ্যেই জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে সে যে সব অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে শুনলে তাজ্জব হয়ে যাবে সকলে। হিরণ ভারত সরকারের কাছ থেকে পেয়েছে অ্যাওয়ার্ড অফ স্কলারশিপ। অর্জন করেছে ওয়ার্ল্ড বুক অব রেকর্ড লন্ডন। পেয়েছে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডের সম্মান। এছাড়াও মাত্র ১০ বছর বয়সে নাচের ক্ষেত্রে সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে ম্যাজিক বুক অফ রেকর্ড সহ সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়ে বাবা-মায়ের মুখ উজ্জ্বল করেছিল হিরণ। এছাড়াও হিরণের ঝুলিতে রয়েছে ভারত ভূষণ সম্মান, রাষ্ট্রীয় গৌরব সম্মান স্বামী বিবেকানন্দ এক্সিল্যান্সি অ্যাওয়ার্ড, বঙ্গ গৌরব সম্মান সহ নেপালে অনুষ্ঠিত আটটি দেশের বিশিষ্ট অতিথিদের কাছ থেকে পাওয়া সার্ক ব্রিলিয়ান্স অ্যাওয়ার্ড। বিদেশের মাটিতে এই কিশোর নৃত্যের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি ও সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা তুলে ধরে রীতিমতো আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল।

অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া এই হিরণ চক্রবর্তীর বাড়ি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার অশোকনগর পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ভারতী মাঠ এলাকায়। ৫১২ বাই ৮ অশোকনগরের এই বাড়িতে রয়েছেন হিরণের বাবা প্রোটন চক্রবর্তী ও মা রুমকি চক্রবর্তী এবং হিরণের বৃদ্ধা ঠাকুমা আরতি চক্রবর্তী। হিরণের মা জানিয়েছেন, খুব ছোট বয়স থেকেই নাচের প্রতি হিরণের ভীষণ ঝোঁক ছিল। তবে নাচের প্রতি হিরণের অদম্য ইচ্ছেশক্তি থাকা সত্ত্বেও বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর দৃষ্টিশক্তি - নামকরা বিভিন্ন চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্রে ছোটাছুটি, পরীক্ষা -নিরীক্ষার পরে ধরা পরে একটি বড় সমস্যা, ডাক্তারি ভাষায় যাকে বলে 'স্কুইন্ট আই সমস্যা' অর্থাৎ তির্যক দৃষ্টিতে সমস্যা রয়েছে এমনটাই জানা যায়।

তবে ছেলেকে নিয়ে হাল ছাড়েননি হিরণের মা রুমকি চক্রবর্তী। গতানুগতিক চিকিৎসা ব্যবস্থা বাদ দিয়ে বৈকল্পিক চিকিৎসার ওপরে ভর করে হিরণ হাতেগোনা কয়েকটি ব্যায়াম নিয়মিত ভাবে করায় আজ কিন্তু চোখের সমস্যা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। হিরণ দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ ভাবে ফিরে পাওয়ার পরে তার জীবনে আসে একের পর এক সাফল্য। হিরণের বাবা প্রোটনবাবু জানান, সর্বভারতীয় সংগীত ও সংস্কৃতি পরিষদ আয়োজিত জেলা ভিত্তিক নৃত্য প্রতিযোগিতায় উত্তর ২৪ পরগনায় গৌড়ীয় নৃত্যে হিরণ প্রথম পুরস্কার অর্জন করে। সম্প্রতি কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরি তে মাননীয় রাজ্যপাল ড সিভি আনন্দ বোস এবং মাননীয় এডুকেশন মিনিস্টার ড. সুকান্ত মজুমদার সহ অগণিত বিশিষ্ট গুণীজনের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত ভারত সরকার দ্বারা আয়োজিত আন্তর্জাতিক সেমিনার, ধ্রুপদী বাংলা ভাষা ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ভবিষ্যত আকাঙ্খা। তাতে প্রফেসর ডক্টর মহুয়া মুখার্জির লেকচার ডেমোন্সট্রেটের সঙ্গে প্রাচীন বাংলার নৃত্য গৌড়ীয় নৃত্য প্রদর্শন করে হিরণ। এই নৃত্য প্রদর্শনে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে হিরণ। মিনিস্ট্রি অফ কালচার ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় ত্রিবেণী সংগমে অনুষ্ঠিত বঙ্গ কুম্ভমেলার উদ্বোধনে হিরণ গৌড়ীয় নৃত্যের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করে।

সম্প্রতি কলকাতার মধুসূদন মঞ্চে গৌড়ীয় নৃত্য ভারতী ও মিত্রায়ন প্রযোজিত প্রফেসর ডক্টর মহুয়া মুখার্জি, পণ্ডিত শ্রী অমিতাভ মুখার্জি, শ্রী অয়ন মুখার্জী, শ্রী শুভদীপ চক্রবর্তী এবং শ্রীমতি শতাব্দী আচার্য পরিচালিত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কালমৃগয়া নৃত্যনাট্যর মুখ্যচরিত্র ঋষি কুমারের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করে হিরণ অগণিত দর্শকের মন জয় করে নেয়। হিরণ এই অল্প বয়সে ইতিমধ্যেই গৌড়ীয়, ভারতনাট্যম, কত্থক ওডিশি, ওয়েস্টার্ন, ক্রিয়েটিভ ড্যান্সের মতো ১২ রকম নৃত্যশৈলীতে পারদর্শী হয়ে উঠেছে।

হিরণের বাবা-মায়ের পাশাপাশি তাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেন হিরণের বৃদ্ধা ঠাকুমা আরতি দেবীও। তবে হিরণকে নিয়ে যে যাই স্বপ্ন দেখুকনা কেন, হিরণের এখন একটাই স্বপ্ন, বড় হয়ে সে একজন ভালো নৃত্যশিল্পী হয়ে ভারতীয় নৃত্যশৈলীকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরবে।

ক্যানিংয়ে ধৃত অস্ত্র কারবারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ক্যানিং: ক্যানিংয়ে গ্রেপ্তার অস্ত্র কারবারি। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এক অস্ত্র কারবারিকে গ্রেপ্তার করল ক্যানিং থানার পুলিশ। ধৃতের নাম বাপি অধিকারী। শুক্রবার রাতে ক্যানিং রেল স্টেশন এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশের দাবি, সুন্দরবন কোস্টাল থানা এলাকায় ডাকাতির ছক ছিল কয়েকজন ডাকাতের। সেই ডাকাতদের আগ্নেয়াস্ত্র সাপ্লাই দেওয়ার কথা ছিল বাপির। শুক্রবার রাতে পিয়ালি থেকে দুই দুষ্কৃতীর আসার কথা ছিল ক্যানিংয়ে। তাদেরকে অস্ত্র জোগান দেওয়ার কথা ছিল বাপির। কিন্তু পুলিশ তার আগেই ধরে ফেলে বাপিকে। ধৃতকে শনিবার আলিপুর আদালতে তোলা হয়েছে। তাকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে এই ঘটনায় আরও তদন্ত করতে চাইছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

৬ বছর হয়ে গেলেও এখনও নিখোঁজ বিজেপি কর্মী দেবদাস মণ্ডল

আজ সন্দেশখালির আত্মবলিদান সভায় যোগ দেবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: আজ রবিবার সন্দেশখালিতে বিরোধী দলনেতার শুভেন্দু অধিকারীর আত্মবলিদান সভা। মৃত ও নিখোঁজ বিজেপি কর্মীর পরিবারে সঙ্গে দেখা করবেন বিরোধী দলনেতা। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে ৮ জুন মেছোঘেরী দখল নিয়ে তৃণমূল-বিজেপির সংঘর্ষ হয়। ১ তৃণমূল কর্মী মৃত্যু হয় পাশাপাশি ২ বিজেপি কর্মীর মৃত্যু হয়। এখনও ১ বিজেপি কর্মী নিখোঁজ। নিখোঁজ দেবদাস মণ্ডলের স্ত্রী সুপ্রিয়া মণ্ডলের আজও অপেক্ষা করছেন কবে স্বামী বাড়ি ফিরবে। আজ রবিবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মণ্ডল পরিবারের সদস্যদের বাড়ি যাবেন পাশাপাশি আত্মবলিদান সভা করবেন সন্দেশখালি কানমারিতে।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার ন্যাজাট থানার ভাঙিপাড়ার ঘটনা। ২০১৯ সালে ৮ জুন সন্দেশখালি বিধানসভার ভাঙিপাড়ায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃণমূলের কর্মিসভা হয়। সেই কর্মিসভার শেষে তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষ বাধে। এলাকার বাসিন্দা প্রদীপ মণ্ডল, সুকান্ত মণ্ডল ও দেবদাস মণ্ডলের ওপরে হামলা করে তৃণমূলের দুষ্কৃতী বাহিনী। পাল্টা বিজেপির নেতাকর্মী সমর্থকদের গুলিতে সক্রিয় তৃণমূল কর্মী কাইয়ুম মোল্লার মৃত্যু হয়। দুষ্কৃতীরা এলোপাথাড়ি গুলি চালালে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় প্রদীপ মণ্ডল ও সুকান্ত মণ্ডলের। সেই সময় থেকে দেবদাস মণ্ডলের খোঁজ না পাওয়ায় তার পরিবার ন্যাজাট থানায় অভিযোগ করে। সেই অভিযোগে নাম উঠে আসে সন্দেশখালির বাদশা শেখ শাজাহান-সহ একাধিক তৃণমূল নেতাকর্মীর। পরবর্তীকালে শেখ শাজাহানের নাম বাদ যায় এফআইআর থেকে তারপরই দেবদাসের পরিবার দ্বারস্থ হয় কলকাতা হাইকোর্টে। বিচারপতি পুনরায় এফআইআরে শেখ শাজাহানের নাম বহাল রাখে। তারপর কেটে গেল ছয়টি বছর, আজও দেবদাস মণ্ডলের খোঁজ পায়নি তার পরিবার। বর্তমানে শেখ শাজাহান রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় সিবিআই হেপাজতে রয়েছে। তাই তার পরিবার মহামান্য আদালতের কাছে দাবি জানাচ্ছেন তার স্বামীর খোঁজ পেতে তদন্ত আরও জোরদার করা হোক। নিহত প্রদীপ মণ্ডলের পরিবার সেই ঘটনার পর থেকে আতঙ্কে এলাকা ছেড়ে অন্য জায়গায় বসবাস করেন। দেবদাস মণ্ডলের পরিবারে বয়স্ক বাবা মা গুরুতর অসুস্থ, সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরানো পরিবারে একমাত্র রোজগেরে ছিলেন দেবদাস। আদৌ কি ফিরবেন দেবদাস মণ্ডল? না, সেই দিনই তাকে গুলি করে হত্যা করে দেহ লোপাট করা হয়েছে। নিখোঁজ দেবদাস মণ্ডলের বউদি পদ্মা মণ্ডল বলেন, আজ আত্মবলিদান সভায় শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপি নেতৃত্ব আসছেন ভারত সেবা সংঘের মাঠে। সেখানে সভা হবে, সবাইকে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে বৃদ্ধকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ খুড়তুতো ভাইয়ের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: শনিবার কুরবানী ঈদের দিন নমাজ পাঠের সময় পুরনো বিবাদকে ঘিরে বয়স্ক দাদার গলায় চাকু ঢুকিয়ে খুনের চেষ্টা অভিযোগ উঠল সম্পর্কিত কাকাতো ভাইয়ের বিরুদ্ধে। এদিন সকালে এমন ঘটনায় তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মারাডাঙি এলাকায়। মসজিদ চত্বরে নমাজ পাঠ চলাকালীন আচমকা এমন হামলায় ঘটনায় রীতিমতো হৈচৈ পড়ে যায় গোটা এলাকায়। সেই সময় নমাজ পাঠে অংশগ্রহণকারী স্থানীয় গ্রামবাসীরাই অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। ক্ষিপ্ত জনতা গণপিটুনি দেয় বলে অভিযোগ। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। উত্তেজিত জনতার হাত থেকে অভিযুক্তকে উদ্ধার করে পুলিশ। এরপর আহতের পরিবারের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে হামলাকারী বাবুল আলিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এই হামলার ঘটনার পর রক্তাক্ত ওই বৃদ্ধকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয় চাঁচল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জখম বৃদ্ধের নাম জলেল শেখ (৬৫)। এদিন সকাল নয়টা নাগাদ মারাডাঙি গ্রামের মসজিদ চত্বরেই নমাজ পড়তে গিয়েছিলেন ওই বৃদ্ধ। আর তার পাশেই নমাজ পাঠে ব্যস্ত ছিল অভিযুক্ত বাবুল আলি। সেই সময় ধারালো চাকু দিয়েই মসজিদ চত্বরেই অতর্কিতে বৃদ্ধ দাদার ওপর এলোপাথাড়ি হামলা চালায় বলে অভিযোগ। তখনই শোরগোল পড়ে যায়। পুলিশকে অভিযোগে আহত বৃদ্ধের স্ত্রী হাজেরা বিবি বলেন, বেশ কিছুদিন ধরে তার স্বামীর একটি জায়গা দখল করে সীমানা পাঁচিল দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছিল বাবুল আলি ও তার পরিবারের লোকেরা। এনিয়ে চরম অশান্তি চলছিল। কয়েকদিন আগেই এনিয়ে বৃদ্ধ স্বামী প্রতিবাদ করতে গেলে তাকে ইট ছুড়ে জখম করা হয়। হামলাকারী বাবুল আলি সম্পর্কে স্বামীর কাকাতো ভাই। এদিকে এই হামলার প্রত্যক্ষদর্শী নুরুল ইসলাম, লালচান আলি বলেন, ওই বৃদ্ধের গলায় এলোপাথাড়ি চাকুর কোপ মারা হয়েছে। এরপরই ওই হামলাকারীকে ধরে গণপিটুনি দেয় স্থানীয়রা। পরে জানা যায় জমি সংক্রান্ত পারিবারিক বিবাদকে ঘিরেই এই হামলার ঘটনাটি ঘটেছে।

মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, এই হামলার ঘটনায় অভিযুক্ত বাবুল আলিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুরো ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ নন, আরামবাগে কটাক্ষ সাংসদ জ্যোতির্ময় মাহাতোর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: শনিবার আরামবাগের দৌলতপুরে বিজেপির বুথ সশক্তিকরণ কর্মসূচি হল। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়ার বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় মাহাতো। এটি কোনও প্রকাশ্য বা সর্বজনীন কর্মসূচি ছিল না। বিজেপি-র অভ্যন্তরীণ কর্মসূচি। কিন্তু নবান্ন দখলের আসন্ন লড়াইয়ের প্রস্তুতিতে এই কর্মসূচি এখন বিজেপি নেতৃত্বের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এদিন এই কর্মসূচি শুরুর আগে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে তীব্র কটাক্ষ করেন সাংসদ জ্যোতির্ময় মাহাতো। রাঁচি হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিকিৎসা করানোর পরামর্শ সাংসদের। প্রয়োজনে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার বিষয়ে তিনি সাহায্য করবেন বলেও আশ্বাস দেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এদিন তিনি অনুব্রত মণ্ডলকে নিয়ে বলেন, তৃণমূলের আসল চেহারা অনুব্রত মণ্ডল। সেটা সবাই দেখেছে। সামনে বিধানসভা ভোটে তো অনুব্রতকেই দায়িত্ব দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। আরামবাগ সংগঠনিক জেলায় সাতটি বিধানসভা সেই সাতটি বিধানসভায় বিজেপি জিতবে।

লোকসভা ভোট নিয়ে আরামবাগে পর্যালোচনা আমরা করেছি। আগামী ইলেকশনে আরামবাগ লোকসভা আমরা জিতব।

মুখ্যমন্ত্রী তো বলেছিলেন যে, অপারেশন সিদুঁর নিয়ে বিজেপি রাজিনীতি করছে। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুস্থ মস্তিষ্কে আছেন বলে আমার মনে হয় না। কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের ব্যক্তি এই কথা বলতে পারে না। আমি লোকসভায় যেখান থেকে নির্বাচিত হয়েছি তার পাশেই রাঁচি আছে। সেখানে একটি ভালো হাসপাতাল আছে। উনি যদি ওখানে ট্রিটমেন্ট করাতে চান তাহলে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে ব্যবস্থা করতে পারি। ব্রিজ উদ্বোধন নিয়ে বলেন, এটাই বিকশিত ভারত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদির নেতৃত্বে ভারতবর্ষ অনেক এগিয়ে গেছে। আরামবাগ মহকুমার চারটি বিধানসভাই বিজেপির দখলে। এই চারটি বিধানসভা ধরে রাখার জন্য বিজেপি একেবারে বুথ স্তর থেকে কাজ শুরু করেছে। বিজেপি সূত্রে জানা গেছে, এদিন আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্ব ছাড়াও চার বিধায়ক ও মণ্ডল নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন।

দেওরের গলা কেটে খুন করল বউদি ও তার দুই ছেলে, গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম থানার চন্দ্রীগ্রাম পঞ্চায়েতের আউসপাল গ্রামে জমি বিবাদের জেরে দেওর বাহাদুর হেমব্রমকে খুন করল বৌদি গুরুবারি হেমব্রম। ঘটনায় সঙ্গে জড়িত গুরুবারি হেমব্রমের দুই ছেলে মনোজ ও সুরোজ হেমব্রম। বাস্তু জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে শুক্রবার রাত্রে দেওয়ের গলা কেটে খুন করল বউদি ও তার দুই ছেলে। রাতে মৃতের মা আওয়াজ শুনে বাইরে বেরিয়ে দেখে গুরুবারি আর তার দুই ছেলে মৃত বাহাদুর হেমব্রমকে মুখ বন্ধ করে টানতে টানতে জঙ্গলের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। খারাপ কিছু সন্দেহ করে সে তার বাকি ছেলেদের ডাকতে ঘরে যান। সবাই ঘটনাস্থলে যখন পৌঁছন ততক্ষণে বাহাদুরের গলা কেটে দিয়েছে অভিযুক্তরা। দেহে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এরপরেই পুলিশ ডেকে খবর দিলে গুরুবারি হেমব্রম ও তার এক ছেলে সুরোজ হেমব্রমকে খুনের ঘটনায় অস্ত্র সহ গ্রেপ্তার করে ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। তবে আর এক ছেলে মনোজ হেমব্রম পলাতক। তার খোঁজে পুলিশ তল্লাশি শুরু করেছে। পরিবার সূত্রে খবর, জমি সংক্রান্ত বিষয়ের জেরেই দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ ছিল দুই পরিবারের। তবে সেটার এরকম করুণ পরিণতি হবে তা কেউ বুঝতে পারেনি। তাই খুনের ঘটনায় অভিযুক্তদের চরম শাস্তির দাবি করছে মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা। শনিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্ত হয় ঝাড়গ্রাম জেলা হাসপাতালের মর্গে।

সুন্দরবনে বর্জ্য পদার্থ থেকে সার তৈরির প্রকল্পের সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: সুন্দরবনে বর্জ্য পদার্থ থেকে সার তৈরির প্রকল্পের সূচনা হল। বিশ্ব উষ্ণায়ন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত বলেই মনে করছেন এলাকাবাসী। প্লাস্টিক ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ এবার শুধু পরিবেশ দূষণের কারণ নয়, বরং হয়ে উঠবে সম্পদ। সুন্দরবনের উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমা হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকে শুরু হল এক যুগান্তকারী উদ্যোগ বর্জ্য পদার্থ থেকে জৈব সার তৈরির প্রকল্প।

এতদিন শহরাঞ্চল ও শহরতলির বিভিন্ন এলাকায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকাঠামো থাকলেও, সুন্দরবনের মতো প্রত্যন্ত অঞ্চলে তা ছিল একপ্রকার অদৃশ্য। এবার সেই ফাঁক পূরণ করতে এগিয়ে এলেন প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। কালীতলা, যোগেশগঞ্জ ও গোবিন্দকাটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তৈরি হয়েছে বর্জ্য পদার্থ থেকে সার তৈরির বিশেষ কেন্দ্র। এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বসিরহাট মহকুমা শাসক আশিস কুমার এবং হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক দেবেশ মণ্ডল, বিডিও দেবদাস গাঙ্গুলি, হেমনগর কোস্টাল থানার ওসি মোনায়েম হোসেন, বনও ভূমির কর্মাধ্যক্ষ সুরজিত বর্মন। এই প্রকল্পের ফলে, একদিকে যেমন পরিবেশ দূষণ রোধ করা যাবে, অন্যদিকে কৃষকদের জন্য জৈব সার পাওয়া সহজ হবে। স্থানীয় বাসিন্দারাও আশাবাদী, এই উদ্যোগ আগামী দিনে এলাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এক নতুন দিশা দেখাবে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতে সুন্দরবনের আরও এলাকায় এই প্রকল্প সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

ঝাড়গ্রামের প্রাচীন বাঘেশ্বর শিবমন্দির পরিদর্শনে গিয়ে নদীভাঙনের ব্যবস্থা নিলেন জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রামের জেলা শাসকের বিশেষ উদ্যোগে নবচেতনার ছোঁয়ায় সেজে উঠতে চলেছে শতাব্দী প্রাচীন বাঘেশ্বর শিব মন্দির। এদিন ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর- ২ ব্লকের সদর বেলিয়াবেড়ায় অবস্থিত এই ঐতিহ্যবাহী মন্দির পরিদর্শনে গিয়ে নদীভাঙন রোধে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন জেলা শাসক সুনীল আগরওয়াল। মন্দির প্রাঙ্গণের প্রায় পঞ্চাশ মিটারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত খরস্রোতা ডুলিং নদীর ভাঙনে মন্দির সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সেই আশঙ্কা মাথায় রেখেই জেলা শাসক সঙ্গে সঙ্গে সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের ঘটনাস্থলে তলব করেন এবং উপযুক্ত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার নির্দেশ দেন। প্রসঙ্গত, স্থানীয়দের দাবি অনুযায়ী এই প্রথম কোনো জেলা শাসক এই প্রাচীন মন্দির পরিদর্শনে এলেন। প্রায় চারশো বছরের পুরনো এই বাঘেশ্বর শিব মন্দিরে প্রতি বছর গাজন ও শ্রাবণ মাস জুড়ে হাজার হাজার পুণ্যার্থীর সমাগম হয়। স্থানীয় আম্বি গ্রামের বাসিন্দা হীরালাল সোম বলেন, এবার মন্দির কেন্দ্রিক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে, আমরা এলাকার বিডিও সাহেবকে ধন্যবাদ জানাই। জেলা শাসক এদিন মন্দির চত্বর ঘিরে বসার জায়গা, সৌন্দর্যায়নের পরিকল্পনার কথাও ঘোষণা করেন। শুধু মন্দির নয়, এদিন গোপীবল্লভপুর-২ ব্লকের আরও একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প ঘুরে দেখেন জেলা শাসক। পাশাপাশি বিভিন্ন কাজ নিয়ে বিডিও নীলোৎপল চক্রবর্তীর প্রশংসা করেন জেলা শাসক। বিডিও নীলোৎপল চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি প্রথমে ব্লকের কানপুর গ্রামে যান, যেখানে ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় নবনির্মিত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ঘুরে দেখেন। এরপর মিরালডিহি গ্রামের ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত প্রায় পাঁচশো মিটার দীর্ঘ কংক্রিটের রাস্তার কাজ পরিদর্শন করেন। এছাড়াও বেলিয়াবেড়া কলেজ প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নেন। পাশাপাশি, ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত শিশুদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে খুদে শিল্পীদের উৎসাহ দেন। জেলা শাসক সুনীল আগরওয়াল বলেন, মন্দির চত্বর ঘিরে সৌন্দর্যায়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে নদীভাঙন রোধে সেচ দপ্তরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। এছাড়াও এদিন ব্লকের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়েছে।

প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়ে পরিষেবা প্রদানের উদ্যোগ বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: সাধারণ মানুষের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে 'আপনার পাশে অশোক' কর্মসূচি বিধায়কের। প্রয়োজনে সাধারণ মানুষের ছুটে আসার পরিবর্তে সাধারণ মানুষের পাশে গিয়েই পরিষেবা প্রদানের জন্য এই উদ্যোগ বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডঃ অশোক কুমার লাহিড়ির। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন তার আগেই এই কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে জনসংযোগ বৃদ্ধি করছেন বিধায়ক। তাই প্রত্যন্ত এলাকা থেকে বালুরঘাটে এসে শংসাপত্র গ্রহণ করার পরিবর্তে বিধায়ক নিজেই পৌঁছে গিয়েছেন তাঁদের এলাকাতে। শনিবার বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত হিলি ব্লকের পাঞ্জুল অঞ্চলের ডুমরন, মালোপাড়া এলাকায় এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই উদ্যোগের ফলে

প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার মানুষ খুব সহজেই নিজের এলাকায় বিভিন্ন শংসাপত্র সংক্রান্ত পরিষেবা পাবেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডঃ অশোক কুমার লাহিড়ি বলেন, বিভিন্ন প্রয়োজনে এখানকার লোকেদের যাতে ছুটে ছুটে আমার অফিসে পৌঁছতে না হয় সেজন্যই আমার কয়েকজন সহকর্মীদের নিয়ে আমি এখানে এসেছি। এখানে বসেই তাঁদের পরিষেবা প্রদান করার চেষ্টা করছি।'

দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমতা: শনিবার সকালে হাওড়ার আমতা থানা এলাকার বন্দরে এক দশম শ্রেণির ছাত্রী ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। মৃতের নাম সুতপা সাধুখাঁ (১৬)। শনিবার ভোরে তার ঘর থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তবে সুতপার ঘরের দরজা-জানলা খোলা থাকায় এবং ঘরের আলমারির জামা কাপড় লন্ডভন্ড থাকায় এই মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলতে নারাজ এলাকার বাসিন্দারা। তবে ঠিক কি কারণে মৃত্যু হল তা এখনো স্পষ্ট নয় পুলিশের কাছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, কোনও অসম সম্পর্কের জেরে এই মৃত্যু হতে পারে। বিষয়টি নিয়ে সুতপার বাবা এবং মাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সুতপার বাবা এবং মা শুক্রবার রাতে বাড়িতে ছিলেন না। শনিবার ভোরে সুতপাকে ফোনে বারবার না পেয়ে এক প্রতিবেশীকে ফোন করেন এবং তিনি বিষয়টি দেখতে পান। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

চাকরি দুর্নীতি-কাণ্ডে ঝাড়গ্রাম শহরে আদিবাসী সমাজের ধিক্কার মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: চাকরি দুর্নীতি কাণ্ডে গর্জে উঠল জঙ্গলমহলের আদিবাসী সমাজ। চাকরি দুর্নীতি কাণ্ডে আদিবাসী সমাজ যুক্ত হওয়াতে আন্দোলনের তীব্রতা আরো মাত্রা পেল। শনিবার আদিবাসী যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মী অধিকার মঞ্চের উদ্যোগে ঝাড়গ্রাম শহরে ধিক্কার মিছিল ও পথসভার আয়োজন করা হয়। পুরাতন ঝাড়গ্রাম থেকে এদিন মিছিল শুরু করে ঝাড়গ্রামের পাঁচমাথা মোড়ে পথসভার মাধ্যমে শেষ হয়। ঝাড়গ্রামে রাজ্য সড়কে মিছিল করে বিভিন্ন দাবিতে সরব হয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন আন্দোলনকারীরা। তাদের দাবিগুলির অন্যতম হল, যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীদের সম্মানের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব রাজ্য সরকারকেই নিতে হবে, একই চাকরির জন্য দ্বিতীয়বার পরীক্ষা নেওয়া চলবে না। এছাড়া নির্দোষ যোগ্য শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীদের জীবনের অধিকার লঙ্ঘন করা চলবে না। তাদের দাবিগুলি না মানা হলে আগামী দিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করা

হবে বলে ওই সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়। তবে ওই ধিক্কার মিছিলকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না হয় তার জন্য ঝাড়গ্রাম শহরে বিশাল পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। তবে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি শান্তিপূর্ণভাবে ধিক্কার মিছিল শেষ হয়।

নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ। ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার না হলেও পুরো

বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বিএসএফ ও পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী রামদেবপুর এলাকার ঘটনা।

জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার রাতে জাহাঙ্গীরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামদেবপুর এলাকার একটি বাড়িতে অভিযান চালায় ৯১ নং ব্যাটেলিয়নের বিএসএফ। ঘটনাস্থল থেকে প্রায় সাত হাজার বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার হয়। যদিও ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় বাড়ির মালিক। এ বিষয়ে গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, 'বিএসএফ গোপন সূত্র খবর পেয়ে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার করেছে। সেগুলি পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। আমরা নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছি। পাশাপাশি পুরো বিষয়টির তদন্ত শুরু করা হয়েছে।'

ঝড়খালিতে জলে ডুবে মৃত বালক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝড়খালি: সাঁতার কাটতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল এক বালকের। মৃতের নাম অনির্বাণ রায় (৬)। পুলিশ জানিয়েছে, ঝড়খালি কোস্টাল থানার অন্তর্গত ঝড়খালি ৬ নম্বর গ্রামের বাসিন্দা অনির্বাণ। সে সম্প্রতি সাঁতার কাটতে শিখেছে। শুক্রবার বিকেলে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে বাবা-মায়ের অলক্ষ্যেই গ্রামের একটি খালে সাঁতার কাটতে গিয়েছিল সে। পরিবারের সদস্যরা দীর্ঘক্ষণ তাকে খোঁজাখুঁজি করলেও, কোনও হদিশ মেলেনি অনির্বাণের। অবশেষে শুক্রবার রাতে খালের জলে ভেসে ওঠে ওই বালকের দেহ। ঝড়খালি কোস্টাল থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে শনিবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

'একদিন' পত্রিকার খবরের জের

জ্বলল পানাগড়ের দার্জিলিং মোড়ের পথবাতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: 'একদিন' পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের জেরে অবশেষে জ্বলে উঠল পথবাতি। শনিবার রাত আটটা নাগাদ সুইচ অন করে পথবাতি জ্বালালেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী তথা দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক প্রদীপ মজুমদার।

প্রসঙ্গত, গত ৮ মাস আগে এলাকাবাসীর সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের পক্ষ থেকে পানাগড় বাইপাস সংলগ্ন কিং স্টার হোটেল থেকে পানাগড়ের দার্জিলিং মোড় পর্যন্ত পুরাতন জাতীয় সড়কের ওপর পথবাতি লাগানো হয়েছিল। সেই পথবাতি ৮ মাস আগে পরীক্ষামূলক ভাবে জ্বালানো হলেও তা বন্ধই থাকে। বিদ্যুতের বিল কে দেবে এই নিয়ে টানা পড়েন শুরু হয়। পরে ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে পানাগড় বণিক মহলের বৈঠক করার পর সিদ্ধান্ত হয়। একটি কমিটি গঠন করে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বিদ্যুতের বিল হিসাবে অর্থ সংগ্রহ করা হবে। সেই মতো প্রক্রিয়া শুরু হলেও, তা মাঝপথে থমকে যায়। ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল বিদ্যুৎ সংযোগ করার জন্য সিকিউরিটি ডিপোজিট হিসাবে যে পরিমাণ অর্থ লাগবে, সেই অর্থ জমা দেওয়ার জন্য তাঁরা আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। সেই অর্থ না পাওয়ায় পথবাতি জ্বালানোর প্রক্রিয়া শুরু করা যায়নি। ফলে থমকে গিয়েছিল পথবাতি জ্বালানোর কাজ।

সেই খবর সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ পাওয়ার পর নড়েচড়ে বসে আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ। গত দু' সপ্তাহ আগে আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান কবি দত্ত জানিয়েছিলেন। বিষয়টি তিনি জানতেন না। গোটা বিষয়ে খোঁজ নিয়ে তিনি দ্রুত পথবাতি জ্বালানোর উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। এরপরই দেখা দেয় প্রশাসনিক তৎপরতা। শুক্রবার পরীক্ষামূলক ভাবে পথবাতি জ্বালিয়ে সেগুলি ঠিকঠাক জ্বলছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়। এরপর সংবাদ মাধ্যমে দেওয়া কথা অনুযায়ী, শনিবার রাতে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পানাগড়ের দার্জিলিং মোড়ে সুইচ অন করে পথবাতি জ্বালানো হয়।

এদিন রাস্তায় পথবাতি জ্বলে ওঠায় আনন্দে মেতে ওঠেন এলাকার মানুষ। এলাকার মানুষ জানিয়েছেন, সন্ধ্যে হলেই পুরাতন জাতীয় সড়ক অন্ধকারে ডুবে যেত। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা অপেক্ষায় ছিলেন এই পথবাতি জ্বলার জন্য। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবসান হল। আসানসোল-দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান কবি দত্ত জানিয়েছেন, বিদ্যুতের বিল জমা দেওয়া নিয়ে যে সমস্যা ছিল, সেটা আর থাকবে না। বিদ্যুতের বিল জমা দেবে সম্পূর্ণ ভাবে আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ। ফলে আর আলো নেভার কোনও ব্যাপার নেই। এছাড়াও পানাগড় বাজারে ও পানাগড় বাজারের রেলপাড় স্টেশন রোড সহ যে সমস্ত এলাকায় পথবাতি রয়েছে, সেগুলোও জ্বালানোর প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল-দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান কবি দত্ত, ছিলেন দুর্গাপুরের মহকুমাশাসক সৌরভ চট্টোপাধ্যায়, কাঁকসার বিডিও পর্ণা দে, জেলা পরিষদের দুই সদস্য বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় ও সমীর বিশ্বাস, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য, কাকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল, দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল সহ অন্যান্যরা।

ব্রিটিশ বিদেশ সচিবের সামনে

সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী অবস্থান ফের স্পষ্ট করল নয়াদিল্লি

নয়াদিল্লি, ৭ জুন: সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়ে চলে ভারত। ভারতের বন্ধুরাষ্ট্রগুলি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দেশের এই অবস্থান বুঝবে বলে আশাবাদী নয়াদিল্লি।

দু'দিনের সফরে শনিবারই ভারতে এসেছেন ব্রিটেনের বিদেশসচিব। ভারত এবং ব্রিটেনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন কৌশলগত দিক পর্যালোচনার জন্যই তাঁর এই সফর। শনিবার ডেভিড ল্যামির সঙ্গে বৈঠকের একটি অংশ সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর। সেখানে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইয়ের প্রসঙ্গও তুলে ধরেছেন তিনি। পহেলগাঁও কাণ্ডের নিন্দা জানানোর জন্যও ব্রিটেন সরকারকে ধন্যবাদ জানান জয়শঙ্কর।

পহেলগাঁও কাণ্ডের পরে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইয়ের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে বিভিন্ন দেশ। পহেলগাঁওয়ের জঙ্গিহানায় পাকিস্তানের যোগ রয়েছে বলে অভিযোগ ভারতের। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রসঙ্গে ভারতের পাশে থাকলেও অন্য দেশগুলি প্রকাশ্যে সরাসরি পাকিস্তানের দিকে আঙুল তোলেনি। এই অবস্থায় ব্রিটেনের বিদেশসচিবের সঙ্গে বৈঠকে জয়শঙ্করের এই বার্তা তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

ল্যামির সঙ্গে ওই আলোচনায় জয়শঙ্কর স্পষ্ট করে দিয়েছেন, 'আমরা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়ে চলি। আশা করি, আমাদের বন্ধুরা এটি বুঝবে।' সন্ত্রাসের চক্রীদের সঙ্গে যে সন্ত্রাসবাদের শিকার হওয়া মানুষদের সমান ভাবে দেখা হবে না, তা-ও স্পষ্ট করে দিয়েছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী।

'সিন্ধু চুক্তি' নিয়ে চতুর্থবার চিঠি পাঠাল পাকিস্তান

নয়াদিল্লি, ৭ জুন: পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার পরই পাকিস্তানকে শিক্ষা দিতে সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করে দিয়েছে ভারত। এদিকে, সিন্ধুর জল বন্ধ হতেই শুকিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান। তাই জল পেতে ভারতকে চিঠি পড়শি দেশের। তাও আবার একটা নয়, পরপর চারটি চিঠি পাঠিয়েছে পাকিস্তান।

প্রতি বারই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার আর্জি জানানো হয়েছে। সূত্রের খবর, চিঠিগুলি এসেছে পাকিস্তানের জলসম্পদ মন্ত্রকের সচিব সৈয়দ আলি মুর্তাজার কাছ থেকে। ভারতের জলশক্তি মন্ত্রক চারটি চিঠিই গ্রহণ করেছে, তার পর তা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বিদেশ মন্ত্রকে।

এদিকে, ভারত তার অবস্থানে স্থির। তারা সাফ জানিয়েছে, সন্ত্রাসবাদ ও বাণিজ্য একসঙ্গে হতে পারে না। রক্ত ও জল একসঙ্গে বইতে পারে না। পাকিস্তান যতদিন সন্ত্রাসবাদ ও তাতে উস্কানি বন্ধ না করছে, ততদিন সিন্ধু জলচুক্তিও স্থগিত থাকবে। গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁও হামলার পর পাকিস্তানকে দায়ী করে তাদের বিরুদ্ধে একাধিক পদক্ষেপ করেছিল ভারত। তখনই স্থগিত করে দেওয়া হয় সিন্ধু চুক্তি। সিন্ধু এবং তার উপনদীগুলির জল বণ্টনের জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় ১৯৬০ সালে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। পহেলগাঁওয়ের ঘটনার পর ভারত জানিয়ে দেয়, যত দিন পর্যন্ত পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদকে মদত দেওয়া বন্ধ না করছে, তত দিন এই চুক্তি স্থগিত থাকবে।

অন্যদিকে, পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ জানান, এই চুক্তির উপরে ২৪ কোটি পাকিস্তানির জীবন নির্ভর করে আছে। তিনি দাবি করেন, ভারতের সিদ্ধান্ত বেআইনি। এ বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছেন তিনি। শরিফের দাবি, সিন্ধু চুক্তি স্থগিত করে ভারত জলকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে চাইছে। তবে ভারত অবস্থানে অনড়।

মহারাষ্ট্র নির্বাচনকে রাহুলের 'ম্যাচ-ফিক্সিং' খোঁচা

পাল্টা বিজেপির

নয়াদিল্লি, ৭ জুন: গত বছর মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনে ব্যাপক জনমত নিয়ে সরকার গঠন করেছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট। সেই জয়কেই এবার 'ম্যাচ-ফিক্সিং' বলে কটাক্ষ করলেন কংগ্রেস সাংসদ তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি।

তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডলে শনিবার লেখেন, নির্বাচনে কারচুপি করার প্রথম ধাপ হল নির্বাচন কমিশন নিয়োগের প্যানেলে জালিয়াতি করা। দ্বিতীয়ত, ভোটার লিস্টে ভুয়ো ভোটার প্রবেশ করানো। তৃতীয়ত, ভোটের হার বেশি করে দেখানো। চতুর্থত, বিজেপি যেখানে জিততে চায় সেখানে বেশি করে জালিয়াতির জাল বিস্তার করা। পঞ্চমত, প্রমাণ গোপন করা।

যদিও রাহুলের এই অভিযোগ খণ্ডন করেছে গেরুয়া শিবির। বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য বলেন, 'রাহুলের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা। কংগ্রেস যখন জেতে তখন ব্যবস্থা স্বচ্ছ, কিন্তু কংগ্রেস হারলেই ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনে।'

উল্লেখ্য, গত বছর মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনে ব্যাপক জনমত নিয়ে সরকার গঠন করেছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মহাযুতি জোট। মোট ১৪৯টি আসনে লড়াই করে ১৩২টি আসনে জিতেছে বিজেপি। যা ইতিহাসে সর্বোচ্চ। এছাড়াও একনাথ শিন্ডের শিবসেনা ৫৭টি এবং অজিত পাওয়ার গোষ্ঠীর এনসিপি ৪১ আসনে জয়ী হয়। মহাযুতি জোটের এই জয়কেই এবার 'ম্যাচ-ফিক্সিং' বলে কটাক্ষ করলেন কংগ্রেস সাংসদ তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি।

বিজাপুরে নিকেশ আরও দুই মাওবাদী

রায়পুর, ৭ জুন: বিজাপুরে ফের নিকেশ দুই মাওবাদী। শনিবার নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে প্রাণ গিয়েছে দুই মাওবাদীর। ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলার ঘন জঙ্গলে ঘেরা ইন্দ্রাবতী জাতীয় উদ্যান এলাকায় এদিন নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াই বাধে। মৃত মাওবাদীদের দেহ উদ্ধারের পাশাপাশি ঘটনাস্থল থেকে একটি একে-৪৭ রাইফেল ও বেশকিছু বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে।

বিজাপুরের পুলিশ সুপার জিতেন্দ্র যাদব বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ওই এলাকায় মাওবাদ-বিরোধী অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, বিজাপুরের জাতীয় উদ্যান এলাকায় মাও- বিরোধী অভিযানে নিরাপত্তা বাহিনী বড় সাফল্য পেয়েছে। বৃহস্পতিবার মাওবাদী নেতা সুধাকর নিহত হয়। শুক্রবার আরেক মাও নেতা ভাস্কর নিহত হয়। তারপর আবার শনিবার দুই মাওবাদীকে নিকেশ করলো বাহিনী।

রাষ্ট্রপতির শুভেচ্ছা

নয়াদিল্লি, ৭ জুন: পবিত্র ইদ-উল-আজহা উপলক্ষে, দেশের সকল নাগরিককে, বিশেষ করে আমার মুসলিম ভাই ও বোনদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শনিবার এক্সবার্তায় তিনি উর্দু ভাষায় 'এই উৎসব ত্যাগ, নিষ্ঠা এবং বিভিন্ন মহৎ নীতির গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আসুন আমরা সকলেই এই পবিত্র অনুষ্ঠানে আত্মত্যাগের চেতনা নিয়ে সমাজ ও দেশের জন্য একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার করি।'

ডিসেম্বরেই বাংলাদেশে নির্বাচন করতে হবে, হুঁশিয়ারি বিএনপির

ঢাকা, ৭ জুন: ফের বাংলাদেশের আকাশে ঘনীভূত রাজনৈতিক অস্থিরতার কালো মেঘ। ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসের প্রথমার্ধে নির্বাচন হবে। শুক্রবার জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সময় এমনটাই ঘোষণা করেছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস। কিন্তু সেই তারিখ মানতে নারাজ বিএনপি। তারা পরিষ্কার জানিয়েছে, তাদের দাবিমতো ডিসেম্বরেই নির্বাচন করতে হবে।

বিএনপির তরফে শনিবার জানানো হয়, '২০২৪ সালের জুলাই-অগস্ট মাসে ছাত্র-জনতার বিরাট ত্যাগের মাধ্যমে এই বিজয় অর্জিত হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনে অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব মানুষকে হতাশ এবং ক্ষুব্ধ করেছে। এই পরিস্থিতিতে রমজান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা এবং আবহাওয়ার পরিস্থিতি বিবেচনা করে ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব পুনর্ব্যক্ত করা হয় এদিনে বৈঠকে।'

বিএনপি-র তরফে এই সঙ্গে জানানো হয়, অন্যথায় তারা আন্দোলনের পথে নামবে। রাস্তা অবরোধের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে।

অন্ধ্রপ্রদেশে বাড়ানো হল 'ওভারটাইম'-এর সর্বোচ্চ সীমা

অমরাবতী, ৭ জুন: কর্মচারীদের দৈনিক কাজের সময় আরও বাড়িয়ে দিল অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার। এ বার থেকে অন্ধ্রের কর্মচারীদের দিনে সর্বোচ্চ ১০ ঘণ্টা করে কাজ করতে হবে। বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে 'ওভারটাইম'-এর সর্বোচ্চ সীমা। মেয়েদের কাজের নিয়মেও বদল আনা হয়েছে। শ্রম আইন অনুযায়ী, অন্ধ্রপ্রদেশের কর্মচারীরা ৭৫ ঘণ্টার বেশি 'ওভারটাইম' করতে পারতেন না। সেই সময়সীমা বাড়িয়ে এখন ১৪৪ ঘণ্টা করে দিয়েছে রাজ্য সরকার।

অন্ধ্র সরকারের বক্তব্য, এই নতুন নিয়মের ফলে সে রাজ্যে বিনিয়োগকারীরা আরও সক্রিয় হবেন। বিনিয়োগ বাড়লে বাড়বে কাজের সুযোগও। অর্থাৎ, সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে কর্মচারীরাই লাভবান হবেন। তাঁদের রোজগার বাড়বে। কিন্তু কাজের সময় বাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের টিডিপি-র নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারকে তুলোধনা করছে বিরোধীরা।

সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের তথ্য অনুযায়ী, অন্ধ্রপ্রদেশের তথ্য ও জনসংযোগমন্ত্রী কে পার্থসারথি জানিয়েছেন, 'শ্রম আইনের এই পরিবর্তনের ফলে আমাদের রাজ্যের কারাখানাগুলিতে বিনিয়োগ বাড়বে। আরও বিনিয়োগকারী আসবেন। এই নতুন নিয়ম থেকে আসলে কর্মীদেরই লাভ হবে। বিশ্বায়ন তো সব রাজ্যেই হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী প্রচলিত নিয়ম অন্ধ্রে বাস্তবায়নের জন্য আইন সংশোধন জরুরি।'

অন্ধ্রের ক্যাবিনেট বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। মন্ত্রী বলেছেন, 'যে ৫৪ নম্বর ধারায় দিনে ন'ঘণ্টা ডিউটির কথা বলা হয়েছে, সেটি ১০ ঘণ্টা করে দেওয়া হল। ৫৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী, পাঁচ ঘণ্টা কাজের পর এক ঘণ্টা বিশ্রাম পেতেন কর্মচারীরা। সেই সময়সীমাও বাড়িয়ে ছ'ঘণ্টা করে দেওয়া হয়েছে।'

সন্দেহের বশে স্ত্রীর মাথা কেটে আত্মসমর্পণ স্বামীর

বেঙ্গালুরু, ৭ জুন: সন্দেহের বশে স্ত্রীর মাথা কেটে ফেললেন স্বামী। বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছেন স্ত্রী। এমনটাই সন্দেহ ছিল স্বামীর। স্ত্রীর কাটা মুণ্ড হাতে সোজা থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন। হাড়হিম করা ঘটনাটি ঘটেছে বেঙ্গালুরুর আনেকালে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম শঙ্কর। অভিযোগ, শুক্রবার রাতে নিজের হাতে স্ত্রীকে খুন করেছেন ২৮ বছর বয়সি ওই যুবক। স্থানীয় সূত্রে খবর, বেশ কয়েক বছর আগে শঙ্করের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ২৬ বছর বয়সি মনসার। কিছু দিন আগে তাঁরা হিলালিগে গ্রামে একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতে শুরু করেন। ওই দম্পতির এক সন্তানও রয়েছে। সম্প্রতি শঙ্করের সন্দেহ হয়, তাঁর স্ত্রী

বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছেন। শুক্রবার রাতে ঝগড়া চরমে পৌঁছয়। অভিযোগ, একটা পর্যায়ে ধারালো অস্ত্রের কোপে স্ত্রীর মাথা কেটে ফেলেন শঙ্কর। তার পর মনসার কাটা মুণ্ড নিয়ে সূর্যনগর থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। খবর পেয়ে সেই রাতেই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় সূর্যনগর থানার পুলিশ। মহিলার মুণ্ডহীন দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। ঘটনায় তদন্ত শুরু হয়েছে। শঙ্করকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা।

পাকিস্তানে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, মৃত ছয়

ইসলামাবাদ, ৭ জুন: গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ায় মৃত্যু হল ৬ জনের, আহত ২। ঘটনাটি ঘটেছে মারদান জেলার একটি কলোনিতে। আহতদের মধ্যে দু'জন কিশোরী, তারা গুরুতর জখম হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মরদানের ডেপুটি কমিশনার আজমতুল্লা ওয়াজির বলেন, ডিস্ট্রিক্ট ইমার্জেন্সি অফিসার ও অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুরো ঘটনাটি তদারকি করেন। সূত্রের খবর, নিহতদের মধ্যে একজন স্বামী, স্ত্রী ও পরিবারের আরও ৪ জন ছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, বিস্ফোরণের ফলে একটি জীর্ণ বাড়ির ধসে পড়ে ফলে ধ্বংস স্তূপের নীচে বেশ কয়েকজন চাপা পড়ে মারা যান। ৭ ঘণ্টা ধরে চলা অপারেশনে ১০০ কর্মীকে নিয়োগ করা হয়েছিল। আহতদের মারদান মেডিক্যাল কমপ্লেক্সে স্থানান্তরিত করা হয়। গ্যাস লিকেজের কারণেই বিস্ফোরণ বলে অনুমান করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ফেব্রুয়ারি মাসে পেশোয়ারের একটি ক্যাফেতেও গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ১২ জন গুরুতর জখম হয়েছিলেন।

ফেডারেল ইমিগ্রেশনকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার লস অ্যাঞ্জেলসে। শুক্রবার রাতে লস অ্যাঞ্জেলসের কেন্দ্রস্থলে পুলিশ এবং আইসিই-বিরোধী বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। শহরজুড়ে কয়েক ডজন লোককে আটক করা হয়।

ইউক্রেনের খারকিভে রাশিয়ার হামলা, মৃত ৩

কিভ, ৭ জুন: হামলা পাল্টা হামলা চলছে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে। ফের ইউক্রেনের খারকিভ শহরে রাশিয়ার হামলায় তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় জখম হয়েছেন অন্তত ২২ জন। দুই দেশের হামলা ও পাল্টা হামলায় ফের উত্তপ্ত হল যুদ্ধের পারদ। উল্লেখ্য, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই দুই দেশের ঝগড়াকে দুটি বাচ্চার ঝগড়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন। রাশিয়া শুক্রবার ইউক্রেনের রাজধানী কিভে হামলা চালায়। এরপর শনিবার ও ইউক্রেনের পূর্ব প্রান্তের শহর খারকিভে হামলা চালায় রুশ সেনা।

খারকিভের মেয়র ইহর তেরখোভ সোশ্যাল মিডিয়ায় জানান, দুই দেশের যুদ্ধে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে খারকিভ। তিনি আরও জানিয়েছেন, খারকিভের ১৩টি বাড়ি এবং ১৮টি আবাসনের ক্ষতি হয়েছে। শনিবারের হামলায় ৪৮টি ড্রোন, দু'টি ক্ষেপণাস্ত্র এবং চারটি বোমা আছড়ে পড়েছে শহরে। শুক্রবার রাত থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত খারকিভে একের পর এক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। পর পর ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়েছে রুশ

সীমান্তবর্তী ইউক্রেনের ওই শহরে। স্থানীয় প্রশাসনের দাবি, রুশ বাহিনীর হামলায় খারকিভের বসতি অঞ্চলের পাশাপাশি স্কুল এবং অন্য কিছু ভবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জানা গিয়েছে, শুক্রবার থেকে রাশিয়া ২০৬টি ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইউক্রেনের উপর। এ ছাড়া দু'টি ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র-সহ মোট ৯টি ক্ষেপণাস্ত্র হামলাও করা হয়েছে বলে দাবি কিভের সামরিক বাহিনীর। এর মধ্যে ৮৭টি রুশ ড্রোন গুলি করে নামানো হয়েছে বলে দাবি ইউক্রেন সেনার।

প্রসঙ্গত, গত রবিবার রুশ বায়ুসেনা ঘাঁটিতে বোমারু বিমানের উপর আঘাত হানে ইউক্রেনের ড্রোন। ওই হানায় ৪০টিরও বেশি রুশ যুদ্ধবিমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইউক্রেনের দাবি, তারা ১১টি রুশ বিমান ধ্বংস করে দিয়েছে ওই ড্রোন হানায়।

৯ জুন লন্ডনে বাণিজ্য আলোচনার বৈঠকে বসবে চিন ও আমেরিকার প্রতিনিধি দল

ওয়াশিংটন, ৭ জুন: শুল্ক যুদ্ধ নিয়ে একদা উত্তপ্ত হয়েছিল চিন ও আমেরিকার সম্পর্ক। এবার দুই দেশের সম্পর্কের বরফ কিছুটা গলেছে বলে ধারণা বিশেষজ্ঞদের। জানা গিয়েছে, দুই দেশের মধ্যে চলা বাণিজ্যযুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে ৯ জুন লন্ডনে বৈঠকে বসবেন চিন ও মার্কিন মুলুকের প্রতিনিধিদল। ডোনাল্ড ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট, বাণিজ্যমন্ত্রী হাওয়ার্ড লাটনিক এবং বাণিজ্য প্রতিনিধি জামিসন গ্রিয়ার সোমবার অর্থাৎ ৯ জুন লন্ডনে চিনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে বৈঠক করবেন। বৈঠকটি খুবই ইতিবাচক হবে বলে আমি আশা করছি। ট্রাম্পের এই বার্তা ঘোষণার আগে নাকি দুই প্রধানের মধ্যে অন্তত ৯০

মিনিট ফোনে কথা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। প্রেসিডেন্ট বলেন, বাণিজ্য সম্পর্কিত যা সমস্যা চলছিল তা সমাধান হওয়া জরুরি। উল্লেখ্য, ১২ মে জেনেভায় ট্রাম্প প্রশাসন এবং চিনা প্রতিপক্ষের মধ্যে শেষ আলোচনা হয়েছিল বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য নিয়ে। চিন এবং মার্কিন প্রতিনিধিরা ঘোষণা করেছিলেন, একে অপরের উপর প্রয়োগ করা উচ্চ শুল্ক প্রত্যাহার করবে। বাণিজ্যযুদ্ধ শুরুর সময়ে চিনের রপ্তানির ওপর আমেরিকা সর্বোচ্চ ১৪৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করেছিল, যার জবাবে বেজিং মার্কিন পণ্যের আমদানিতে পাল্টা শুল্ক বসায় ১২৫ শতাংশ পর্যন্ত। এরপর জেনেভায় হওয়া বৈঠকে আলোচনা মারফত শুল্কের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্র নামিয়ে আনে ৩০ শতাংশে, আর চিন ১০ শতাংশে। যদিও পরে ট্রাম্প অভিযোগ করেন, চিন চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। ফলে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা এখনও থামেনি বলেই বলা চলে। যদিও দুই দেশের মধ্যে দ্বিতীয় দফায় আলোচনার ঘোষণা হয়েছে আগামী ৯ জুন।

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O.-Panihati, P.S.-Khardah,
Dist.-North 24 Parganas, Kolkata-700114
Tel. No.-033 2553-2909, Fax-033 25634457

Notice Inviting e-Tender

Tenders are inviting from the reputed Firms, Companies Agencies, Concerned etc. for the work **BID No.: PM/PWD/25-26/05, Dated 07.06.2025 Tender ID: 2025_MAD_860294_1 to 2025_MAD_860294_5** under Panihati Municipality for details log in **www.wbtenders.gov.in.** Contact concern authority P.W. Department, Panihati Municipality at the above address. Last Date of submission **16.06.2025.**

Sd/- **Executive Officer, Panihati Municipality**

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নাম: "মেট্রো রেলওয়ে কলকাতার ব্লু লাইনে (দক্ষিণেশ্বর স্টেশন থেকে কবি সুভাষ স্টেশন) রেল গেজ ফেস লুব্রিকেটরের সরবরাহ, স্থাপন, সম্পাদন এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ (৫ বছর)"। **কাজের আনুমানিক খরচ: ৫,৮৮,৯৯,৬১৬.২০ টাকা; বায়না মূল্য: ৪,৪৪,৫০০.০০ টাকা; সমাপ্তির সময়কাল: ৬০ (ষাট) মাস, বন্ধের তারিখ ও সময়:** ৩০.০৬.২০২৫ তারিখে ১২:০০ টায়। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। **সংশোধনী/শুদ্ধি, যদি থাকে, শুধুমাত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।**

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: সিভিল-২৫২৭-২০২৫ (ওপেন)

আমাদের অনুসরণ করুণঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

নরওয়ের কাছে হেরে বিশ্বকাপ বাছাই অভিযান শুরু ইতালির

নিজস্ব প্রতিবেদন, প্রাগ: চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইতালি গত দুই বিশ্বকাপে সুযোগ পাননি! আর ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের যাত্রাটাও তাদের কাছে সুখকর হলো না। গতকাল শুক্রবার রাতে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে প্রথমবারের মতো মাঠে নেমে নরওয়ের কাছে শোচনীয়ভাবে হেরে গেল ইতালি। নরওয়ের কাছে তারা হেরেছে ৩-০ গোলে।

নেশন্স লিগ থেকে বিদায় নিয়ে আজ্জুরিরা খেলছে আই-গ্রুপে। যেখানে নিজেদের প্রথম ম্যাচে নরওয়ের বিপক্ষে হেরে গেল ইতালি। লিগে তাদের বাকি তিন দল হল- এস্তোনিয়া, মলদোভা আর ইজরাইল।

২০০৬ সালের বিশ্বকাপ থেকে ইতালির সময়টা খারাপ যাচ্ছে। ২০১০ আর ২০১৪ বিশ্বকাপের প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিয়েছিল তারা। এরপরের দুই বিশ্বকাপ, ২০১৮ আর ২০২২র আসরে তো খেলাই হয়নি চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইতালির।আর এই বিশ্বকাপের বাছাইপর্বের শুরুটাও ভালো হলো না তাদের।

ম্যাচের গোলগুলি করেন শরলথ, আলেক্সান্ডার নুসা ও আর্লিং হল্যান্ড। এই হারের পর 'আই' গ্রুপে ইতালির আছে চতুর্থ। ৯ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে আছে নরওয়ে। ৬ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে ইসরাইল। তৃতীয় স্থানে থাকা এস্তোনিয়ার পয়েন্ট ৩। ইতালির পরবর্তী ম্যাচ সোমবার (৯ জুন) মলদোভার বিপক্ষে।

সোমবার আইসিসি হল অফ ফেমে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন সাত কিংবদন্তি ক্রিকেটার

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুবাই: আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল শুক্রবার ঘোষণা করেছে যে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের দুই দিন আগে সোমবার সাতজন কিংবদন্তি খেলোয়াড় - পাঁচজন পুরুষ এবং দুইজন মহিলা - আইসিসি হল অফ ফেমে অন্তর্ভুক্ত হবেন।

এই অন্তর্ভুক্তিগুলি 'এ ডে উইথ দ্য লিজেন্ডস'-এর অংশ হবে, যা আইসিসির অংশীদার নেটওয়ার্কগুলিতে সরাসরি সম্প্রচারিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠান।

আইসিসি হল অফ ফেমার্স, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ এবং মিডিয়া প্রতিনিধিদের একটি প্যানেল দ্বারা নির্বাচিত নতুন সদস্যদের খেলায় তাদের অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ স্মারক ক্যাপ দিয়ে সম্মানিত করা হবে।

ভারতীয় সময় রাত ৯টা থেকে শুরু হওয়া এই ইভেন্টে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা এবং অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স উপস্থিত থাকবেন।

আইসিসি হল অফ ফেম ক্রিকেটে অসামান্য অবদানের জন্য কিংবদন্তিদের স্বীকৃতি দেয় এবং তাদের কৃতিত্ব উদযাপন করে। এখন পর্যন্ত ১১৫ জন খেলোয়াড়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সর্বশেষ অনুষ্ঠানটি ২০২৪ সালে দুবাইতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে অ্যালিস্টার কুক, এবি ডি ভিলিয়ার্স এবং নীতু ডেভিডকে সম্মানিত করা হয়েছিল।

মহিলাদের ১৫০০ মিটার দৌড়ে সোনা জিতেছেন পূজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, তাইওয়ান: শনিবার তাইওয়ান ওপেনে মহিলাদের ১৫০০ মিটার ইভেন্টে ভারতের পূজা সোনা জিতেছেন। তিনি ৪১১.৬৫ সময় নিয়ে পোডিয়ামে শীর্ষ স্থান অধিকার করেন।

গত মাসে, দক্ষিণ কোরিয়ার গুমিতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে তিনি একই ইভেন্টে ৪১০.৮৩ সময় নিয়ে রৌপ্য জিতেছিলেন। ২২ বছর বয়সী এই প্রতিযোগী ৮০০ মিটার দৌড়েও ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন।

শনিবার তাইওয়ানে ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা আরও পদকের জন্য লড়াই চালিয়ে যাবেন, শনিবার বাধা দৌড়বিদ জ্যোতি ইয়ারাজি এবং তেজস শিরসে তাদের ইভেন্টের ফাইনালে অংশ নেবেন। ভারতীয় পুরুষ এবং মহিলাদের ১০০ মিটার রিলে দলও দিনের শেষের দিকে মাঠে নামবে।

১৭ বছর পর ট্রফি জেতানো কোচকে বরখাস্ত টটেনহ্যামের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হ্যারিংগি: ১৭ বছর পর টটেনহ্যামকে শিরোপা জয়ের স্বাদ দিয়েছিলেন দলটির কোচ অ্যাঞ্জ পস্তেকগ্লু। তবে তিনি যা পুরস্কার পেলেন তা খুবই আশ্চর্যজনক। শিরোপা জয়ের দুই সপ্তাহ পরেই চাকরি হারালেন অ্যাঞ্জ পস্তেকগ্লু! ৬ জুন রাতে সামাজিক মাধ্যমের এক পোস্টে তাঁকে চাকরি থেকে অব্যহতি দেওয়ার কথা জানিয়েছে ক্লাবটি।

ফেসবুক পোস্টে ক্লাবটি জানিয়েছে, দলের পারফরম্যানস রিভিউয়ের ওপর ভিত্তি করে কোচের দায়িত্ব থেকে অ্যাঞ্জ পস্তেকগ্লুকে সরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্লাব। এই পোস্ট দেওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই পস্তেকগ্লুকে ধন্যবাদ জানিয়ে আরেকটি পোস্ট করে টটেনহ্যাম। এই পোস্টে পস্তেকগলুকে তার অবদানের অন্য ধন্যবাদ জানায় ক্লাবটি।

পোস্টে ক্লাবটি লিখেছে, 'গত দুই বছরে ক্লাবের প্রতি অ্যাঞ্জের প্রতিশ্রুতি এবং অবদানের জন্য আমরা তার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। অ্যাঞ্জকে ক্লাবের ইতিহাসের তৃতীয় ইউরোপীয় ট্রফি জয়ী ম্যানেজার হিসেবে সর্বদা স্মরণ করা হবে। ধন্যবাদ অ্যাঞ্জ।'

নরওয়ে দাবা ২০২৫: গুকেশ, হাম্পির তৃতীয় স্থান অধিকার, কার্লসেন, মুজিচুক শিরোপা জিতেছেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, স্ট্যাভাঙ্গার: পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ম্যাগনাস কার্লসেন তাঁর সপ্তম নরওয়ে দাবা শিরোপা জিতেছেন, আমেরিকান গ্র্যান্ডমাস্টার ফ্যাবিয়ানো কারুয়ানা নরওয়ে দাবার ফাইনাল রাউন্ডে তারকা ভারতীয় খেলোয়াড় ডি গুকেশকে হারিয়ে তিনটি পূর্ণ পয়েন্ট অর্জনের পর দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন।

গুকেশের জন্য এটি একটি অবিস্মরণীয় দিন ছিল, যিনি ২০১৮ সালের নরওয়ে দাবা চ্যাম্পিয়ন কারুয়ানার বিরুদ্ধে প্রতিকূল অবস্থানে থাকার পর, ফিরে আসার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ভারতীয় খেলোয়াড়ের সময় ফুরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি ভুল করে ফেলেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে পারেন যে তার সুযোগগুলি এক সেকেন্ডের মধ্যেই নষ্ট হয়ে গেছে।

ঘড়িতে মাত্র দুই সেকেন্ড বাকি থাকতেই গুকেশ করমর্দন করলেন এবং তারপর হতাশায় হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললেন।

কারুয়ানা ১৫.৫ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন, আর গুকেশ ১৪.৫ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।এরিগাইসি ১২.৫ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে আছেন।

নরওয়ে দাবার চূড়ান্ত অবস্থান - উন্মুক্ত বিভাগ

১ম ম্যাগনাস কার্লসেন , ১৬ পয়েন্ট
দ্বিতীয় ফ্যাবিয়ানো কারুয়ানা , ১৫.৫ পয়েন্ট
৩য় ডি. গুকেশ , ১৪.৫ পয়েন্ট
৪র্থ হিকারু নাকামুরা - ১৪ পয়েন্ট
৫ম অর্জুন এরিগাইসি ,১৩ পয়েন্ট
ষষ্ঠ ওয়েই ই - ৯.৫ পয়েন্ট

মহিলাদের বিভাগে দুইবারের বিশ্ব ব্লিটজ চ্যাম্পিয়ন, ইউক্রেনের আনা মুজিচুক, আর্মাগেডন টাই-ব্রেকে ফাইনাল রাউন্ডে ভারতের আর. বৈশালীর কাছে হেরে যাওয়ার পরেও ১৬.৫ পয়েন্ট নিয়ে শিরোপা জিতেছেন।

নবম রাউন্ডের পর ১৩.৫ পয়েন্ট থাকা হাম্পি সাদা টুকরো দিয়ে ড্র করে মাত্র এক পয়েন্ট অর্জন করতে পেরেছিলেন। আরমাগেডন টাই-ব্রেকে চিনা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ওয়েঞ্জুনকে পরাজিত করে ১.৫ পয়েন্ট অর্জন করে আরও একটি অর্ধ পয়েন্ট অর্জন করেন এবং ১৫ পয়েন্ট নিয়ে শেষ করে তৃতীয় স্থান পেয়েছেন।

নরওয়ে দাবার চূড়ান্ত অবস্থান - মহিলা বিভাগ

১ম আনা মুজিচুক - ১৬. ৫ পয়েন্ট
২য় লেই টিংজি , ১৬ পয়েন্ট
৩য় হাম্পি কোনেরু - ১৫ পয়েন্ট
৪র্থ জু ওয়েনজুন , ১৩.৫ পয়েন্ট
৫ম বৈশালী , ১১ পয়েন্ট
৬ষ্ঠ সারা খাদেম - ৯ পয়েন্ট

ইডেনে কলঙ্ক ! ভবানীপুর-ইস্টবেঙ্গল ফাইনাল ঘিরে প্রশ্নের মুখে বাংলার ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা !

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভবানীপুর বনাম ইস্টবেঙ্গল সিএবির প্রথম ডিভিশন লিগ ফাইনালে দ্বিতীয় দিন থেকেই উত্তেজনার রেশ ভালোরকম ছিল। ম্যাচের শেষ দিন ইডেনে যা হল, তা সিএবি ক্রিকেট ইতিহাসের রীতিমতো কলঙ্কের হয়ে থাকবে। মাঠে দুই দলের ক্রিকেটারদের মধ্যে কথাকাটি দিয়ে সূত্রপাত। তার রেশ ড্রেসিংরুম পর্যন্ত গড়ায়। তারপর পরিস্থিতি এমন পর্যায় পৌঁছয় যে হাতাহাতির মতো অবস্থা তৈরি হয়ে যায়। পরিস্থিতি এতটা জটিল হায়ে যায় যে, সিএবির তরফে পুলিশি পাহারা বসাতে হয়। তবে পুরো ঘটনার জন্য সিএবিকেই কাঠগড়ায় তুলতে হবে। লিগ ফাইনালে কলঙ্কের ছিটে লাগল সিএবি কর্তাদের অপদার্থতার জন্যই। অশান্তির ম্যাচে যুগ্মজয়ী ঘোষণা করে দেওয়া হয় ভবানীপুর এবং ইস্টবেঙ্গলকে। এবং বিতর্ক এখানেই থামে না। স্বাভাবিকভাবেই দুই দলেরই এই দণ্ডনিয় অপরাধকে একদমই ভালো চোখে দেখেনি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল অথবা ঞ্জঙ্ক। এজন্যই সিএবি প্রেসিডেন্ট নিয়ে স্নেহাশীষ গাঙ্গুলী ৭ জুন সন্ধ্যে সাতটার সময় সিএবিতে একটি সভা ডেকেছিলেন। যে সভায় সিদ্ধান্ত হওয়ার কথা ছিল তাদের অপরাধের শাস্তি ! কিন্তু সভা শেষে নিয়ে স্নেহাশীষ গঙ্গোপাধ্যায় জানান ক্ষ্ম বেশ কিছু কারণের জন্যই আজ আমরা কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না , আগামী সোমবার এপেক্স কাউন্সিল বডিকে নিয়ে আরেকটি মিটিং হবে, তাতে আশা করছি আমরা শেষ সিদ্ধান্ত জানাতে পারবোক্ষ্ম । এবার প্রশ্ন আগেও কি ইস্টবেঙ্গল এর মত বড় ক্লাবের প্লেয়ারদের বা কর্মকর্তাদের কোনরকম শাস্তি হবে ? রাকিব পুরো ক্লাবকেই দিয়ে সিএবি এর লীগ থেকে ব্যান করে দেওয়া হতে পারে ? প্রশ্ন অনেক , কিন্তু উত্তরের জন্য সোমবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

লা লিগার মরসুম সেরা রাফিনিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, বার্সেলোনা: মরসুম জুড়ে ধারাবাহিকভাবে দারুণ পারফরম্যানস করা রাফিনিয়া যিনি বার্সেলোনার তিন শিরোপা জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তিনি এবারের লা লিগার সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন।

আর অবিশ্বাস্য সব পারফরম্যানস উপহার দিয়ে আসরের সেরা অনূর্ধ্ব-২৩ ফুটবলারের পুরস্কার পেয়েছেন কাতালান ক্লাবটির তরুণ সেনসেশন লামিনে ইয়ামাল। লা লিগা কর্তৃপক্ষ শুক্রবার এই মরসুমের দুই সেরা খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা করেছে। মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৫৭ ম্যাচ খেলে ৩৪ গোল করেন রাফিনিয়া। পাশাপাশি সতীর্থদের ২৫টি গোলে রাখেন অবদান। ২০২২ সালে লিডস ইউনাইটেড থেকে বার্সিলোনা যোগ দেন রাফিনিয়া। প্রথম দুই মরসুমে এখানে তাকে ভুগতে হলেও, ২০২৪-২৫ মরসুমে কোচ হান্সি ফ্লিকের কোচিংয়ে নিজেকে সেরারূপে মেলে ধরেন তিনি।

কলকাতা লিগের অনুশীলন শুরু ইস্টবেঙ্গলের

ঋতিকা চক্রবর্তী

কলকাতা চলতি মাসের ২৫ তারিখ থেকেই শুরু হতে চলেছে কলকাতা লিগ। ভূমিপুত্র নিয়ে তর্জার মধ্যেই এই বছরের লিগের জৌলুস নিয়ে মেতে রয়েছে বঙ্গ ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা। তিন প্রধানের মধ্যে সবার আগে অনুশীলনে নেমে পড়েছে ইস্টবেঙ্গল রিজার্ভ দল। গতবার বিনো জর্জের তত্ত্বাবধানে ইস্টবেঙ্গলের ছেলেরা বাকি দলগুলিকে কড়া টক্কর দিয়েছিল। যদিও চ্যাম্পিয়নের তকমা পাবে কিনা বিষয়টা এখনও আদালতের হাতেই ঝুলে রয়েছে। এই বছর একই মানসিকতা নিয়ে অনুশীলনে নেমে পড়েছে লাল-হলুদ বিগ্রেডের জুনিয়ররা।

প্রথম দিনের অনুশীলনে অনুপস্থিত ছিলেন হেড কোচ বিনো জর্জ। হাওড়ার শৈলেন মান্না স্টেডিয়ামে সহকারী কোচ অর্চিস্মান বিশ্বাসের নেতৃত্বে অনুশীলন করল ইস্টবেঙ্গল দল। ছিলেন ২১ জন ফুটবলার। দলে নতুন মুখ বলতে, বাংলার সন্তোষ ট্রফি জয়ী দলের দুই সদস্য বিক্রম প্রধান ও মনোতোষ মাঝি। এছাড়াও রয়েছেন বাঙালি সঞ্জয় ওরাওঁ। কেরলের বাকি ফুটবলার ঈদ কাটিয়ে সম্ভবত ৯ তারিখ থেকে অনুশীলনে যোগ দেবেন। এছাড়াও গত বছর খেলা আদিত্য পাত্র, গৌরব শ, তন্ময় দাস, কুশ ছেত্রী, সায়ন ব্যানার্জিরা দলে রয়েছেন। অনুশীলনে উপস্থিত ছিলেন দলের ডিরেক্টর অফ ফুটবল থাংবই সিংটো। তিনি অনুশীলন পরখ করলেন, নোট নিলেন। ফুটবলারদের সঙ্গে কথা বলতেও দেখা গেল। জোর কদমে প্রস্তুতি চালিয়ে এই বছর লিগ ছিনিয়ে নিতে মরিয়া থাকবে বিনো জর্জের দল।

অতীতের গৌরব ধরে বসে থাকলে চলবে না: জিঙ্ঘান

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিন দিনের মধ্যে হতে চলেছে হংকং, চিনের বিরুদ্ধে এশিয়ান কাপের প্রাক-বাছাইয়ের ম্যাচ। এমনই এক প্রেক্ষাপটে অনেকেই ভারতীয় ফুটবল মহলে অনেকেই দুই দলের মধ্যে শেষ ম্যাচটি মনে করছেন। তিন বছর আগে কলকাতায় ব্লু টাইগার্সের জন্য ঐতিহাসিক ৪-০ গোলে জয়। ভারতীয় সিনিয়র পুরুষ জাতীয় দলের জন্য এটা এখন ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই না।

এএফসি এশিয়ান কাপ ২০২৭ প্রাক-বাছাইয়ের ম্যাচডে ২-এর ঠিক আগে ভারতীয় সিনিয়র পুরুষ দল শুক্রবার সন্ধ্যায় সেউং কুয়ান ও-তে জকি ক্লাব এইচএফকেএ ফুটবল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তাদের প্রথম অনুশীলন করে। এরপর ব্লু টাইগার্স শনিবার এবং রবিবার সিউ সাই ওয়ান স্পোর্টস গ্রাউন্ডে অনুশীলন করবে। পরে ম্যাচডে মাইনাস ওয়ান (সোমবার) নতুন নির্মিত কাই তাক স্টেডিয়ামে একটি অফিসিয়াল প্রশিক্ষণ সেশন করবে। এরপর জুন ১০ তারিখে কাই তাক স্টেডিয়ামে এশিয়ান কাপের প্রাক-বাছাই হবে ৫০,০০০ ধারণক্ষমতার স্থানে প্রথম ফুটবল ম্যাচ।

তবে এই ম্যাচে নিজেদের ফর্ম পুনরুদ্ধারে মরিয়া ব্লু টাইগার্স, কারণ, তারা থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচে ০-২ হেরেছে। তবে সন্ধেশ জিঙ্ঘান, যিনি ৪ জুন থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে দলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, হংকংয়ের বিরুদ্ধে সেরা ফলাফল পাওয়ার দিকে মনোনিবেশ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে জিঙ্ঘান জানান, 'থাইল্যান্ডের ম্যাচের পর আমাদের দলের লক্ষ্য ছিল পুনরুদ্ধারে। আর সেই কারণে গত ১৮ মে কলকাতায় ক্যাম্পে একত্রিত হওয়ার পর থেকে মূল লক্ষ্য ছিল হংকংয়ের বিরুদ্ধে সর্বাধিক পয়েন্ট পাওয়া।' একইসঙ্গে

জিংহান এও জানান, এটি মূলত প্রশিক্ষণ সেশনগুলোতে নিজেকে প্রস্তুত করা। যেন আমরা ম্যাচে শারীরিক এবং মানসিকভাবে সেরা উপায়ে আসতে পারি এবং সর্বাধিক পয়েন্ট পাওয়ার চেষ্টা করি। সঙ্গে তিনি এও জানান, থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে হার, ব্লু টাইগার্সদের জন্য এটি একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা। তবে এটি তাদের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলোকে চোখের সামনে তুলে ধরেছে। আর সেই কারণেই আমাদের উভয় দিকেই আরও চূড়ান্ত এবং ক্লিনিকাল হতে হবে। আর এই ম্যাচে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় দিকই রয়েছে। যা আমরা বিশ্লেষণ করে সার্বিক উন্নতি ঘটাবো।

জিঙ্ঘান এও জানাতে ভোলেননি, ফুটবলে আপনি কখনই অতীতের গৌরবকে ধরে থেকে বসে থাকতে পারেন না। আমি মনে করি আমরা ২০২২ সালে যে তাদের বিরুদ্ধে ৪-০-তে জমিতেছিলাম তা এখন অতীত। আর এটাও জানি পরিবর্তিত হংকং কতটা ভালো দল এবং এই ম্যাচটির গুরুত্ব কতটা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**